বিসূচিকা চিকিৎসা-সার।

ডাক্তার স্যালজার, রসেল, বেল প্রভৃতি সুবিখ্যাত
চিকিৎসকগণের ওলাউঠা চিকিৎসা পুস্তক হইতে
এবং জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার এলেনের এন্সাইক্লো-
পিডিয়া ও হেরিং এর গাইডিং সিম্পটম
নামক সুবৃহত ভৈষজ্যতত্ত্ব হইতে
চিকিৎসা ও ঔষধের গুণাবলি

শ্রীসারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
দ্বারা সঙ্কলিত

ও

বেরিণি এণ্ড কোম্পানি
দ্বারা প্রকাশিত।
১২ নং লালবাজার।

কলিকাতা
সন ১২৯৯ সাল।

মূল্য ।৹ আট আনা।
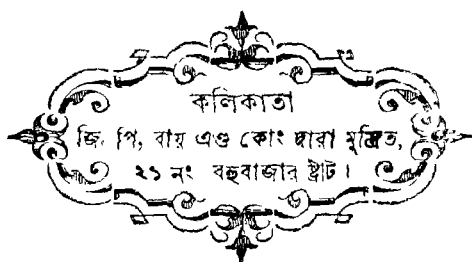
ভূমিকা।

হোমিওপ্যাথি দুইটি গ্রীক ভাষার শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ, সমান লক্ষণ বিশিষ্ট পীড়া, ইহার সূত্র, "সিমিলিয়া সিমিলিবস্ কিউরনটার" অর্থাৎ যে ঔষধে কোন পীড়ার লক্ষণের সদৃশ লক্ষণ আছে, তাহা সেই পীড়া আরোগ্য করিতে সক্ষম, অথবা কোন সুস্থ ব্যক্তি যদি একটি ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করেন তাহা হইলে তিনি কতকগুলি অসুস্থ লক্ষণ অনুভব ও কতক বাহ্যিকে প্রকাশ পাইবে, সেই সমস্ত বা তাহার অধিকাংশ অথবা দুই চারিটি মুখ্য লক্ষণ কোন পীড়ায় প্রকাশ থাকিলে সেই ঔষধ সেই রোগে ব্যবহার্য্য।

যে সকল প্রণালীতে বিসূচিকার চিকিৎসা হইয়া থাকে তন্মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও ফলপ্রদ সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ নাই। এমন কি অনেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও এই রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া থাকেন। একারণ চিকিৎসার সৌকার্য্যার্থে সুবিখ্যাত চিকিৎসক-গণের পুস্তক হইতে সারাংশ সংগ্রহ করিয়া অতি সরল ভাষায় রোগের লক্ষণ, ঔষধের গুণ ও প্রয়োগ বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে যথাসাধ্য সন্নিবেসিত করিয়াছি। মহোদয় পাঠকগণের উপকারে আসিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

লক্ষণের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসার নির্ঘণ্ট।

বিসূচিকা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব আছে, তাহার প্রমাণ আমাদিগের বৈদ্য-শাস্ত্র নিদানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উৎপত্তির মূল কারণ* অত্রস্থ ও বিদেশীয় নিদানবিৎ পণ্ডিতদিগের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোন্‌টী যে প্রকৃত কারণ তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। সকলেরই মত বিভিন্ন। সে বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা বিবেচনা করি না। তবে এই পর্য্যন্ত সকলেই অভিজ্ঞতা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অপরিস্কার জল, দুর্গন্ধময় বায়ু, অপরিমিতাচার, অনাহার ও অপরিমিতাহার, অনিদ্রা, অত্যন্ত গ্রীষ্ম, একস্থানে বহু লোকের সমাগম ইত্যাদি উদ্দীপক কারণে বিসূচিকা উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।

চিকিৎসকগণ বিসূচিকাকে লক্ষণ ভেদে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথ ; আক্রমণাবস্থা, বর্দ্ধমানাবস্থা, পতনাবস্থা ও প্রতিক্রিয়াবস্থা।

আক্রমণাবস্থা।

ওলাউঠা-বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে আলস্য, অসুস্থ-বোধ, মাথা ঘোরা, অজীর্ণ, পেটে মন্দ মন্দ বেদনা ও ভার রোধ, কর্ণে সাঁ সাঁ শব্দ, উদরাময় ও বমনেচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রথমাবস্থায় প্রকাশ পায়।

বর্দ্ধমানাবস্থা।

চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমি, মুখ শুষ্ক, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, শরীর নীল বর্ণ, অস্থিরতা, স্বরভঙ্গ, গাত্রদাহ, শ্বাস-কষ্ট, পেট ডাকা ও অভ্যন্তরে জ্বালা, খাল ধরা, শরীর অবসন্ন, নাড়ি সূক্ষ্ম ও মন্দগতি ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে বিসূচিকার সম্পূর্ণ বিকাশ বা বর্দ্ধমানাবস্থা বলা যায়।

পতনাবস্থা।

এই অবস্থাতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া শরীর বরফের ন্যায় শীতল ও জিহ্বা হিম হইয়া যায়। শরীর অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া স্থির ভাব ধারণ করে। খাল ধরা থাকে না, ভেদ, বমি প্রায় বন্ধ ও অতি অল্প পরিমাণে যাহা হয় তাহাও অসাড়।

কখন কখন উদর স্ফীত ও চট্‌চটে শীতল ঘর্ম্মে শরীর আবৃত হয়, নিশ্বাস অল্প ও হাঁপিয়া হাঁপিয়া উঠে,

নাড়ি পাওয়া যায় না। প্রকৃতি এই সময়ে বারম্বার প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিয়া লক্ষণের সাম্যাবস্থা সম্পাদনে চেষ্টা করে ও কখন কখন সফল হয়। এবং এই অবস্থাতেই সকল যাতনার শেষ হইয়া রোগী মানবলীলা সম্বরণ করে।

প্রতিক্রিয়াবস্থা।

বিসূচিকা বিষের ন্যূনাধিক্য ও জীবনী শক্তি এবং প্রয়োক্তব্যতার (susceptibility) তারতম্যানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। গা গরম হইয়া মণিবন্ধে নাড়ী আইসে ও বিসূচিকা লক্ষণের হ্রাস হইয়া রোগী কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়, ভেদ ক্রমে গাঢ় ও পিত্তযুক্ত হয়, মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি আরোগ্য লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া নিদ্রা যায়। এইরূপ সুস্থ প্রতিক্রিয়া হইলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া অসম্পূর্ণ হইলে অর্থাৎ সামান্য গা গরম হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব লক্ষণ সকল প্রবল হইতে আরম্ভ হইলে রোগীর জীবনাশায় ব্যাঘাত জানিতে হইবে। তখন বিকার, হিক্কা ও অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগ কঠিন করিয়া তুলে।

আক্ষেপিক বিসূচিকা।

(Spasmodic Variety.)

আক্ষেপিক বিসূচিকায় বিসূচিকাবিষ দ্বারা প্রথমে রক্তের বিশেষ কোন অনিষ্ট সংঘটিত না হইয়া, স্নায়ুমণ্ডলী অগ্রে আক্রান্ত হয়; তজ্জন্য আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় মল পিত্তযুক্ত থাকে ও চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হইবার পূর্ব্বেই রোগী বিসূচিকার অন্যান্য লক্ষণাক্রান্ত হয়। প্রথমে শিরার বিশেষতঃ ফুস্‌ফুসের শিরার রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মাইয়া কখন কখন মৃত্যু ঘটায়। আর আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় যে রক্ত বিশুদ্ধ থাকে এমত নয়, তবে প্রথমে আক্রান্ত হয় না।

যৎকালে ডাক্তার হল বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হন, তখন তিনি আক্ষেপিক বিসূচিকায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন; "যখন আমার শরীর নীল বর্ণ ও হিমাঙ্গ হইয়াছিল, মণিবন্ধে নাড়ী পড়িতেছিল না, তখন আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি সবল ও বেগে হইতেছিল; এবং শিরা ও হৃৎপিণ্ডেরও আক্ষেপিক সঙ্কোচন হইতেছিল। এইরূপ সঙ্কোচন হইলে হৃৎপিণ্ডস্থ রক্ত বহির্গত হয় এবং তাঁহা ক্ষুদ্রাকার ধারণ করে। হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপিক সঙ্কোচন হইলে তাহার

প্রসারণ শক্তি থাকে না ও তজ্জন্যই রক্ত টানিয়া কব্জি-স্থিত নাড়ী পর্য্যন্ত পাঠাইতে পারে না, এই নিমিত্ত মণিবন্ধে নাড়ি পাওয়া যায় না।”

সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তিকেও আক্ষেপিক বিসূচিকা আক্রমণ করে। কোন কোন রোগীর মাথা ঘোরা কানে হু হু শব্দ পূর্ব্ব লক্ষণ হইয়া থাকে। এই পূর্ব্ব লক্ষণ স্নায়ু মণ্ডলী বিকৃত হইলে হয়।

ফুস্‌ফুস্ ও অন্ত্র মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র শিরা সকল আক্ষেপিক বিসূচিকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিকৃত হয়। ফুস্‌ফুসস্থ শিরা সঙ্কুচিত হইলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সূক্ষ্ম ও সামান্য পরিমাণে সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু অন্ত্রস্থ শিরায় রক্ত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া তাহার জলীয়াংশ সূক্ষ্ম শিরা (capillaries) দিয়া অন্ত্রে চোয়া-ইতে থাকে। ফুস্‌ফুসের শিরা সঙ্কুচিত হইলে শ্বাস কষ্ট ও স্বরভঙ্গ হয়। ফলতঃ ফুস্‌ফুসের শিরার আক্ষে-পই আক্ষেপিক বিসূচিকার মূল লক্ষণ। যখন রোগীর শরীর প্রথম হইতেই নীল বর্ণ ও শীতল হয়, তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে যে শিরার আক্ষেপই এই সমস্তের মূল কারণ। ভেদ বমি যদি অল্প পরিমাণে হয় এবং তৎসঙ্গে শরীর নীল বর্ণ ও শীতল হইতে থাকে ও প্রথম হইতে যদি শ্বাস-কষ্ট অধিক পরিমাণে হয়, তাহা হইলে দূষিত রক্ত ইহার কারণ বলিয়া বিবেচনা

করা যায় না, তাহা ফুস্‌ফুসের শিরার আক্ষেপিক রোধ বিজ্ঞাপক মাত্র। ফলতঃ দুর্ব্বলতা, শীতলতা, শ্বাস-কষ্ট ও নীলিমা প্রভৃতি বিসূচিকায় অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইলে শিরার আক্ষেপ জন্য ঐ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে জানিতে হইবে এবং ইহাকেই আক্ষেপিক বিসূচিকা বলে।

অনাক্ষেপিক বিসূচিকা।

(Nonspasmodic Variety.)

অনাক্ষেপিক বিসূচিকার মূল কারণ, আক্ষেপিক বিসূচিকাব মূল কারণের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে ভেদ ও বমি কারণ হইয়া আক্ষেপাদি উৎপাদন করে, এবং এইরূপ অনাক্ষেপিক বিসূচিকার রোগীর সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আলস্য, অজীর্ণ, উদরাময়াদি ইহার পূর্ব্ব লক্ষণ ও দূষিত রক্ত এই সকল লক্ষণের কারণ। অনাক্ষেপিক বিসূচিকায় বিসূচিকা বিষ দ্বারা প্রথমে রক্ত দূষিত হয়, যখন উদরাময়াদি পূর্ব্ব লক্ষণ লক্ষিত হয়, তখন শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের বৈলক্ষণ্য হয় না, কিন্তু পরে যখন জলবৎ ভেদ হইতে থাকে তখন শরীর শীতল ও স্নায়ুমণ্ডল বিকৃত হয় ও ক্রমে ক্রমে রক্তের জলীয়াংশ ভেদ ও বমি হইয়া নির্গত হয়।

পাকস্থলির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Epithelium cells) যদ্দ্বারা শোষণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা বিকৃত হয়। এজন্য রোগী যাহা পান করে তাহা রক্তে মিশ্রিত হইতে পারে না, অথচ রক্তের জলীয়াংশ ক্রমাগত ক্ষয় হওয়াতে রক্ত গাঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

এইরূপে মাংস ও অন্ত্রস্থ তরল পদার্থ বহির্গত হইলে মাংস-পেশী শুষ্ক ও ক্ষুদ্রাবয়ব ধারণ করে, নাসিকা খাড়া ও গাল বসিয়া যায়, চক্ষু কোটরগত হয়, ও যত প্রকার তরল নিঃসরণ আছে অর্থাৎ ঘর্ম্ম, মূত্র, অশ্রু, লালা, পিত্ত, ইত্যাদি সমস্ত বন্ধ হইয়া যায়। রক্তের জলীয়াংশ নির্গত হইলে সর্ব্বাঙ্গের ও হৃৎ-পিণ্ডের সূক্ষ্ম শিরার মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বন্ধ হয়, তাহাতে হৃৎপিণ্ডের একরূপ পক্ষা-ঘাতের ন্যায় (Paresis) হইয়া থাকে তজ্জন্য হৃৎ-ক্রিয়ার শব্দ অল্প, মণিবন্ধে নাড়ী সূক্ষ্ম, শরীর ও জিহ্বা নীলবর্ণ হয়, এবং তজ্জন্যই শ্বাস-কষ্ট, স্বর ভাঙ্গা ও গর্ভার, কথা জড়িত ও অস্পষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ সকল হইয়া থাকে এবং স্থানে স্থানে খাল ধরে। রক্তের জলীয়াংশ হীনতাই এই সমস্ত লক্ষণের কারণ বলিয়া জানা যায়।

আক্ষেপিক ও অনাক্ষেপিক বিসূচিকা যখন বর্দ্ধিত হইয়া পতনাবস্থায় পরিণত হয়, তখন আক্ষেপিক কি

অনাক্ষেপিক সূত্রে এই পতনাবস্থা হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিবার কোন উপায় নাই, কারণ এই পতনাবস্থায় একই প্রকার লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল পূর্ব্ব বিবরণ অবগত হইয়া আক্ষেপিক কি অনাক্ষেপিক বিসূচিকা অনুমান করিয়া লওয়া হয় মাত্র।

আক্ষেপিক বিসূচিকার রোগী অত্যন্ত অস্থির ও ও চিন্তাযুক্ত হয় এবং তাহার নাড়ী বেগবতি ও কঠিন হইয়া থাকে, কিন্তু অনাক্ষেপিক বিসূচিকার রোগী অমনোযোগী, নিশ্চিন্ত ও পার্শ্বস্থ কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করে না। তাহার নাড়ী কোমল এবং জোরে টিপিলে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা।

কর্পূর। Camphor.

প্রয়োগ।

আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রথম অবস্থায় বা যে বিসূচিকায় প্রথম হইতে শীত বোধ, অবসন্নতা, অথবা শ্বাস কষ্ট থাকে ও শরীর নীলবর্ণ এবং দুর্ব্বল হয় তাহাতে কর্পূরের আরক বিশেষ গুণকারক।

ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা অন্য কোন কারণে রক্তবাহিনী

নাড়ীর কার্য্য বিশৃঙ্খল জন্য অজীর্ণ ও তাহা ক্রমে কিম্বা হঠাৎ বিসূচিকায় পরিণত হইলে, ও যে স্থানে ভেদ, বমি ও অন্যান্য লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে সতেজ হইয়া প্রকাশ পায় এবং প্রথম হইতেই নাড়ী পাওয়া যায় না এরূপ স্থলে কর্পূরের আরক উপকারক।

ভেদ বমি নাই কিন্তু হঠাৎ হস্ত, পদ, হীনবল হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় ভূতলশায়ী হয়। আব সর্ব্ব শরীর নীলবর্ণ, শীতল ও কাষ্ঠবৎ এবং স্থির-চক্ষু, শ্বাস-কষ্ট, নাড়ী হীন ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় তাহা হইলে কর্পূরের আরক সেবন ও গাত্রে লেপন করতঃ গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে রোগী অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া সংজ্ঞা লাভ করিবে। এইরূপ বিসূচিকাকে শুষ্ক বিসূচিকা (Cholera sicca) বলে; লক্ষণানুসারে হাইড্রোশিয়ানিক এসিডও এই অবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রথমাবস্থা ভিন্ন ইহার বর্দ্ধমান বা পতনাবস্থায় কর্পূর ফলপ্রদ নহে, কিন্তু ভেদ বমি বন্ধ হইয়াছে আর প্রতিক্রিয়া হইতেছে না এমত অবস্থায় দুই একবার কর্পূর দেওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ যে খানে আক্ষেপ নাই সেখানে কর্পূর দ্বারা সুবিধা হয় না। আহারের অনিয়মে পেটের অসুখ হইয়া বিসূচিকার ভেদ হইলে ইহা দ্বারা কোন উপকারের আশা নাই।

প্রথমোক্ত শীতলতা, অবসন্নতা ও নীলিমা দুই কারণে উৎপন্ন হয়। ১ম; শৈরিক মাংসাবরণের আক্ষেপিক সঙ্কোচনে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সুচারু রূপে না হইয়া বাধা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে শৈরিক রক্তাধিক্য এবং আবশ্যক মত অম্লজান* (Oxygen) রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে না পারাতেই শীতলতা, শ্বাস-কষ্ট, নীলিমা ইত্যাদি উপস্থিত হয়। পরে যকৃৎ শিরামণ্ডলীর রক্তাধিক্য জন্মাইয়া উদরাময় উৎপন্ন করে, ও বিসূচিকা ব্যাপৃত স্থানে বা বিসূচিকা বিষ সংযোগে চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হইয়া থাকে। এইরূপ বিসূচিকায় কর্পূর উপকারক। ২য়; উদরাময়ে তরল ভেদ হইতে আরম্ভ হইলে রক্তের জলীয়াংশ নিয়ত বহির্গত হইয়া শরীরস্থ সূক্ষ্ম শিরার রক্ত সঞ্চালন সম্পূর্ণ রূপে বা অধিক পরিমাণে নষ্ট হয়, আর যখন হৃৎপিণ্ডস্থ সূক্ষ্ম শিরাতে এই রূপ অবস্থা ঘটে, তখন কিয়ৎ পরিমাণে হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত বা অসাড়তা জন্মে। এই অসাড়তা প্রযুক্ত, হৃৎপিণ্ডের শিরা-মধ্যে রক্ত বাহির করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকে না, তজ্জন্য

---

* বায়ু সাধারণতঃ তিনটী পদার্থে গঠিত, অম্লজান, যবক্ষারজান ও জলীয় বাষ্প। নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু শরীরে প্রবেশ করে তাহার অম্লজান রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে উষ্ণ ও সতেজ রাখে।

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, তাহাতে শিরা ও যকৃতস্থ শিরা-মধ্যে রক্ত স্থির হইয়া ক্রমশঃ গাঢ় হয় ও এই জন্য শরীর নীল বর্ণ এবং শীতল ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই রূপ অবস্থায় কর্প্পূর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

যদি ভেদ বমি অল্প হয়, আর শ্বাস-কষ্ট, স্বরভঙ্গ, শীতলতা, আক্ষেপ, নীলিমা ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অধিক হয় তাহা হইলে কর্পূর ব্যবহার্য্য।

মাত্রা—৫ কিম্বা ১০ মিনিট অন্তর অথবা প্রত্যেক ভেদের পর, ৫ ফোঁটা চিনিতে মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

কর্পূর।

লক্ষণ।

* আক্ষেপ হয়।

চৈতন্য থাকে না।

অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করে।

* জিজ্ঞাসা না করিলে কথা বলে না।

হৃদগ্রস্থানে (Præcordial region) কষ্ট বোধ হয়।

অত্যন্ত দুর্ব্বল, আপনাবস্থার জন্য তত উৎকণ্ঠিত নহে, কিন্তু আবশ্যকমত বায়ু নিশ্বাসের দ্বারা টানিয়া লইতে অত্যন্ত অস্থির হয়, চিন্তা ও নৈরাশ্যযুক্ত।

---

* কর্পূরের বিশেষ লক্ষণ।

মস্তক পশ্চাৎ দিকে বাঁকিয়া যায়।

চক্ষু বসিয়া যায়, নীল রেখায় পরিবেষ্টিত হয়, লক্ষ-হীন, স্থির দৃষ্টি, এবং চক্ষের তারা কপালে উঠে।

কর্ণে সাঁ সাঁ বা হু হু শব্দ শ্রুত হয়। নাসিকা খাড়া (pointed)

* মুখ সিট্‌কন, শুষ্ক, নীলবর্ণ এবং মুখের কোণে ও দন্তের গোড়ায় ফেণা জন্মে।

* ওষ্ঠাধর নাল বর্ণ হয়, ওষ্ঠ উপরের দিকে যায় এজন্য দন্ত বাহির হইয়া পড়ে।

গলা জ্বালা করে, ক্ষীণ স্বরে কথা বলে ও স্বর গম্ভীর, বোধ হয় যেন পেটের ভিতর হইতে কথা বাহির হইতেছে।

* নিশ্বাস মৃদু ও শীতল এবং শ্বাস-কষ্ট; অত্যন্ত পিপাসা, পাকস্থলি ও অন্ত্রে জ্বালা বোধ হয়।

গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না।

* হঠাৎ দুর্ব্বল হইয়া ভেদ ও বমি হইতে থাকে এবং তৎসহ জীবনী শক্তি হ্রাস হয়।

বিসূচিকার অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ভেদ ও বমি হয় না।

সর্ব্বদা শীত বোধ, আর গাত্রাবরণের ভিতর দিয়া যেন শীতল বাতাস বহিতেছে এরূপ বোধ করে।

সর্ব্বাঙ্গ শীতল, ঘর্ম্মাক্ত ও অবসন্ন হয়।

নাড়ী দ্রুতগতি ও অতি সূক্ষ্ম হয়, কখন কখন পাওয়া যায় না।

অঙ্গুলী সমূহের ত্বক কুঞ্চিত ও অত্যন্ত শীতল হয়।

পায়ের ডিমে খাল ধরে।

দেহ পশ্চাৎ দিকে বাঁকিয়া যায়, খেঁচুনি হয় ও অঙ্গুলী সকল মোচড়াইয়া যায়।

মূত্র ত্যাগ হয় না।

প্রতিষেধক (antidote) ফস্ফরস ও ওপিয়ম।

Hydrocyanic Acid.

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড।

প্রয়োগ।

আক্ষেপিক বিসূচিকার আক্রমণাবস্থায় হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, কর্পূর সদৃশ কার্য্য করে। কিন্তু কর্পূরাপেক্ষা ইহার লক্ষণ আরও সাংঘাতিক। ইহার প্রয়োগ মাত্রেই ধমনী দিয়া যে রক্ত মস্তিষ্কে নীত হয় তাহা বন্ধ করে ও মূহুর্ত্ত মধ্যে চেতনা শূন্য করিয়া ভূতলশায়ী করে। তৎপরে মৃগী রোগের ন্যায় খেঁচুনি হয়। অত্যন্ত শ্বাস-কষ্ট ও খাল ধরে। বিসূচিকাবস্থায় রক্ত যেমন কৃষ্ণবর্ণ হয় ইহা দ্বারাও রক্ত সেই রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় খাল ধরা, শ্বাস-কষ্ট, শ্বাস-রোধ, গলা সাঁটিয়া ধরা, ও বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত যাতনা ও সাঁটিয়া ধরে এবং পেট খোলে বসিয়া যায় ও অতিশয় বেদনা হয়, হস্ত পদে বল থাকে না, শরীর নীলবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পতনাবস্থায় চৈতন্যশূন্য, শরীর নীলবর্ণ, শীতল ও শক্ত এবং গোঁয়ানি-কষ্ট, মৃদ্‌শ্বাস, নাড়ী হীন, অর্দ্ধ নীমিলিত পলকহীন নেত্র, এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ব্যবহার্য্য।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড লক্ষণাক্রান্ত বিসূচিকা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আর বিসূচিকাতে এরূপ লক্ষণ অল্পক্ষণ মাত্র থাকিয়া অন্যরূপ ধারণ করে এজন্য ইহার প্রয়োগকাল অতি অল্প হয়।

কখন কখন দেখা যায় যে এই ঔষধে শেষাবস্থায় সাংঘাতিক লক্ষণ সকল অল্প সময়ের জন্য উপশমিত হইয়া পূর্ব্বের বিকৃতাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় সাইনাইড অব পটাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ও সাইনাইড অব পটাস সচরাচর ২ বা ৩ দশমিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

মাত্রা। প্রত্যেক ১০ বা ১৫ মিনিট অন্তর ১ ফোঁটা।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড।

লক্ষণ।

চেতনা শূন্য হয়।

অর্দ্ধ নিমীলিত বা সম্পূর্ণ বিকসিত চক্ষু।

মুখ সিটকান, মুখ ঠোঁট নীলবর্ণ হয়।

জিহ্বা অসাড় কথা কহিতে পারে না। শ্বাস-কষ্ট হয়!

কর্ণে শুনিতে পায় না।

গোঁয়ানির সহিত মৃদু নিশ্বাস পতিত হয়।

যখন জল পান করে তখন গলায় গড় গড় শব্দ হয়।

শয্যা হইতে উঠে বা মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে।

চর্ম্মশুষ্ক ও অসাড় ভেদ হয়।

বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত যাতনা হয়।

পেট সাঁটিয়া ধরে, ও তৎসহ অত্যন্ত বেদনা বোধ হয় ও খোলে বসিয়া যায়।

তলপেট শীতল ও জ্বালা করে।

হটাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ভেদ বমি ও মূত্র বন্ধ হইয়া যায়।

শীঘ্র শীঘ্র শ্বাসরোধ হইতে থাকে শরীর পাথরের ন্যায় শীতল হয়।

নাড়ী থাকে না, হিক্কা হইতে থাকে।

Arsenicum album.

আর্সেনিকম্ এল্বম্।

প্রয়োগ।

সর্ব্বপ্রকার বিসূচিকাতেই আর্সেনিক সদৃশ লক্ষণ সকল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বিসূচিকার ন্যায় ইহার ভেদ হইয়া অর্থাৎ পিত্ত বা বর্ণযুক্ত না হইয়া কেবল চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হইত তবে আর্সেনিকই বিসূচিকা রোগে প্রধান উপকারী ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইত।

কখন কখন বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় কর্পূর বা হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দ্বারা উপকার হয় না, কিন্তু আর্সেনিক প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ হয়। যখন রোগীর আর্সেনিকের সহিত প্রয়োক্তব্যতা অধিক ও তৎসদৃশ লক্ষণ সকল বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় তখন আর্সেনিক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি, যাহার সময়ে সময়ে জ্বর আইসে, পাকস্থলিতে জ্বালার সহিত পেটের দোষ কিম্বা কম্প জ্বর সূত্রে স্নায়বিক অসুখ (হস্ত, পদ, চক্ষু কিম্বা অন্য কোন অঙ্গের জ্বালা, মাথা, হাত পা কাঁপা) বর্ত্তমানে তাহার আক্ষেপিক বিসূচিকা হইলে কর্পূরাপেক্ষা আর্সেনিক বিশেষ উপকারক।

উদরাময় জনিত বিসূচিকায় নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইলে আর্সেনিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুর্গন্ধ, পিত্তযুক্ত, সবুজ বা কালবর্ণ ও পরিমাণে অল্প ও শীঘ্র শীঘ্র ভেদ হইলে এবং তলপেটের নিম্নে তীক্ষ্ণ বেদনা, গুহ্যদ্বারে জ্বালা আর প্রত্যেকবার ভেদের পর নিস্তেজ হইয়া পড়া, রাত্রিকালে পিপাসার বৃদ্ধি, কিন্তু পিপাসাসত্বেও অতি সামান্য জল পান করে, অস্থির ও চিন্তাযুক্ত হয়। গ্রীষ্মকালে অধিক পরিমাণে বরফ পান করিলে প্রায়ই উদরাময় হইয়া পরে বিসূচিকায় পরিণত হয়।

আর্দ্র স্থানে বাস কিম্বা দুর্গন্ধময় পচা প্রাণীর গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া কিম্বা [illegible] [illegible] অথবা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে বিসূচিকাক্রান্ত হইলে আর্সেনিক বিশেষ উপকারী হয়।

যে বিসূচিকায় অত্যন্ত অস্থিরতা, চিন্তা, নিস্তেজতা ও অবসন্নতা আছে এবং মুখ সিট্‌কান, (Hipperatic) প্রদাহের সহিত বলক্ষয় আর ঐ প্রদাহ পাকস্থলিতে বিশেষ রূপ প্রকাশ পায় ও পাকযন্ত্রের উগ্রতা (Gastric irritation) উৎপন্ন ও তাহাতে নিয়ত বমনোদ্রেক হইয়া সামান্য পরিমাণে বমি হইতে থাকে, অত্যন্ত পিপাসা হইলেও জল পান করিতে ভয় পায়

ও জল দিলে সামান্য পরিমাণে পান করে, কিন্তু নিয়ত পান করিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে, এবং জল পান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলে, আর ভেদ ও বমি যে পরিমাণে হয় কিন্তু নিস্তেজতা তদপেক্ষা অধিক। এইরূপ লক্ষণযুক্ত বিসূচিকাতে আর্সেনিক প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রোগের প্রবলতা অনু-সারে ৩, ৬, ৩০ ডাইলিউসন ১ ফোঁটা মাত্রায় দিবে।

আর্সেনিক।

লক্ষণ।

মরিবার ভয় হয়।

অত্যন্ত যাতনা ও অস্থিরতা, রাত্রিকালে বৃদ্ধি।

চক্ষু বসিয়া যায় এবং তাহার আবরণ (lids) নীল বা কাল বর্ণ হয়।

কর্ণে হু হু শব্দ শ্রুত হয়।

নাসিকা খাড়া, মুখ পাঙ্গাশ বর্ণ, ঠোঁট শীতল ও শুষ্ক, কাল ও ফাটা।

* অত্যন্ত পিপাসা, জল পানে নিবারিত হয় না এবং জল পান করিতেও ইচ্ছা হয় না, ভয় হয়, অতি অল্প পরিমাণে পান করে, ও পান করিবামাত্র বমি হয়।

* বমনোদ্রেক ও বমি হয়, পরে পেট জ্বালা করে, বমির পর শান্তি বোধ হয় না, পেট ও তলপেটে বেদনা ও এরূপ জ্বালা বোধ হয় যেন পেটের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে*, পেটে হাত দিলে লাগে ও ভিতরে কষ্টবোধ হয়।

* ভেদ্ তরল, কাল, কটা বা হরিদ্রাবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত হয়, মলদ্বারে জ্বালা, কোঁতায় (Straining)

মূত্র বন্ধ ও মূত্রকোষের পক্ষাঘাত হয়, স্বর ভাঙ্গা ক্ষীণ এবং কম্পিত হয়।

ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, হাঁপানির মত নিশ্বাস, সম্পূর্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না, গলা যেন বন্ধ হইয়াছে এমত বোধ হয় ও শ্বাস-কষ্ট হয়।

বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত কষ্টবোধ হয় ও যেন সাঁটিয়া ধরিয়াছে এবং জ্বালা করে, নাড়ী সূতার ন্যায়, দ্রুত, কম্পিত ও অসমান। প্রত্যেক ভেদের পর হৃৎকম্প হয়, বুক ঢিপ ঢিপ করে।

অঙ্গুলীতে ও পায়ের ডিমে খাল ধরে, ও তাহার চর্ম্ম কুঞ্চিত ও নীলবর্ণ হয়, হিক্কা হয়।

মাংস-পেশি কাঁপে, বিছানা খুঁটে (Picking at the bed clothes) দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে।

জিহ্বা শুষ্ক কাল কিম্বা কটা বর্ণ ও কাঁপে, কথা কহিতে কষ্ট বোধ হয়।

জল পানে গড় গড় শব্দ ও অসাড় ভেদ হয়, হাত পা কাঁপিতে থাকে ও অস্থির ভাবে নাড়ে।

নিদ্রায় চম্‌কে উঠে, ও মাথায় হাত দেয়।

Cuprum Metallicum.

কিউপ্রম।

প্রয়োগ।

আক্ষেপিক বিসূচিকার দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ যখন ভেদ ও বমি হইতেছে এবং খাদ্যবাহ নালীর (Alimentary canal) উগ্রতা আরম্ভ হইয়াছে, তখন খাল ধরিতে থাকিলে কিউপ্রম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আক্ষেপিক বিসূচিকায় পাকযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শোষণ ক্রিয়ার অপারগতা স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা জন্য হয়। কিন্তু কিউপ্রম ব্যবহার দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীর উগ্রতা নষ্ট হয়। এইরূপে স্নায়ুমণ্ডলী কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলে পাকযন্ত্রের উগ্রতাও নিবারিত হয়, ও তদুচ্ছেদক শোষণক্রিয়া ক্রমে উপশম লাভ করে। বিসূচিকা রোগে যে ঔষধ ব্যবহার দ্বারা পাকযন্ত্রের বিনষ্ট শোষণক্রিয়ার কিঞ্চিৎ মাত্র শক্তি জন্মাইয়া বিন্দু বিন্দু জল রক্ত মধ্যে সঞ্চালিত করিতে পারে

সেই ঔষধ বিসূচিকা রোগে ব্যবহৃত সমস্ত ঔষধেব শীর্ষ স্থানীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিউপ্রম দ্বারা তাহা কথঞ্চিৎ সম্পাদিত হইবার আশা করা যাইতে পারে।

. ফুস্‌ফুসের ধমনী (Artery) কুঞ্চিত হইয়া যে শ্বাস-কষ্ট হয় তাহা কিউপ্রম ব্যবহার দ্বারা নিবারণ হয়।

বিসূচিকার পতনাবস্থায় রোগী অত্যন্ত অস্থিব হইলে কিউপ্রম ব্যবহার হয়। মানসিক অস্থিরতা অর্থাৎ কিরূপে এই রোগ হইতে আরোগ্য হইবে ও অন্যান্য যাতনায় চিন্তাযুক্ত হইয়া অস্থিব হইলে আর্সে-নিক প্রযোজ্য। আর স্নায়বিক প্রদাহ হেতু রোগী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না ও পতনাবস্থায় শ্বাস-কষ্ট জন্য রোগী অস্থির হয় এবং প্রত্যেক বমির পর কথঞ্চিৎ শান্তি বোধ করে, এইরূপ অস্থিরতায় কিউপ্রম ব্যবহার্য্য।

বিসূচিকার পতনাবস্থায় কখন কখন অন্ননালির উগ্রতা ও পূর্ব্বে খালধরা হেতু ঐ নালী হীনবল হয় ও তাহা বিসূচিকার জলীয় নিঃসরণ নির্গত করিতে অপারগ হইয়া থাকে। এবং ঐ সমস্ত পেটে জমিয়া দৈহিক প্রদাহ, বমনোদ্রেক ও অস্থিরতা ইত্যাদি উৎ-পন্ন করিয়া অন্ত্র মধ্যে বাষ্পোৎপাদন করে ও তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া উদর স্ফীত হয় ও তজ্জন্য অত্যন্ত

শ্বাস-কষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় কার্বোভেজিটেবিলিস লাইকোপোডিয়ম্ কিম্বা নক্সভমিকা অপেক্ষা ওপিয়ম ৩× বিশেষ উপকারক। কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসক দ্বারা ওপিয়ম প্রয়োগে উদর স্ফীত হইলে কিউপ্রম এসেটিকম ৩× ব্যবহার করা আবশ্যক, তাহাতে উপকার না হইলে ইহার উচ্চ ডাইলিউসন ১২× বা ৩০ দিবে। স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা হেতু হিক্কা হইলে কিউপ্রম উপকারক।

থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত পেট বেদনা, বক্ষের বাম দিকে স্পর্শ করিলে লাগে, অঙ্গুলীতে খাল ধরিতে আরম্ভ হইয়া পরে হস্ত পদে খাল ধরে, শীতল জল পানে বমির উপশম ও জল পানে গড় গড় শব্দ ইত্যাদি লক্ষণে কিউপ্রম সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যে রোগে স্নায়বিক ও পেটের দোষ জনিত লক্ষণ মিশ্রভাবে প্রকাশ পায় তাহাতে কিউপ্রম ভাল খাটে। এবং সেখানে কিউপ্রম আর্সেনিক মিশ্র ঔষধ তাহার ৩, চূর্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুকে ও কেবল চূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্তকে দেওয়া ভাল।

কিউপ্রম সচরাচর ৬, এবং ৩, ১২, ৩০ ডাইলিউসন ও ব্যবহার হয়, এক ফোঁটা মাত্রায় ১০ বা ১৫ মিনিট অন্তর।

কিউপ্রম।

লক্ষণ।

* অনবরত অস্থির ও ছট্‌ফট্‌ করে, চক্ষু জ্যোতিঃহীন, বসা ও কপালে উঠে, কর্ণে কম শুনিতে পায়।

বদন শীতল, বসা ও নীলবর্ণ, জিহ্বা হিম অসাড় ও কথা বোঝা যায় না।

গলা জ্বালা ও সাঁটিয়া ধরে, জল পানে গড় গড় শব্দ হয়।

শীতল জল পানে বমি নিবারণ হয়, হিক্কা হয়।

* বমি জলের ন্যায় ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে কিম্বা ঘোলের ন্যায়।

পেটে জ্বালা ও স্পর্শ করিলে লাগে, থাকিয়া থাকিয়া বেদনা করে, ও খাল ধরে।

ভেদ জলের ন্যায় তরল, ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে কিম্বা ঘোলের ন্যায়।

মূত্র ত্যাগ ইচ্ছা বেশি, কিন্তু হয় না, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগের চেষ্টা করে, জল পানের পর ও বমির পূর্ব্বে বক্ষঃস্থল সাঁটিয়া ধরে ও নীলবর্ণ হয়।

* বক্ষঃস্থলের বাম দিকে স্পর্শ করিলে লাগে।

নাড়ী সূতার ন্যায় অথবা পাওয়া যায় না।

অঙ্গুলীতে ও পায়ের ডিমে অত্যন্ত খাল ধরে, অসাড় ও নীলবর্ণ হয়।

প্রলাপ বকে, কথা অস্পষ্ট ও থাকিয়া থাকিয়া চীৎ-
কার করে নিকটে লোক আসিলে ভয় পায়, চৈতন্য
শূন্য হয়।

হাত পা ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে ও নড়ে, মাথা তুলিতে
পারে না, দাঁত কপাটি লাগে, জিহ্বা শীতল ও কাঁপে,
অসাড় ভেদ হয়, ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে।

Secale Cornutum.

সিকেল কর্ণিউটম।

প্রয়োগ।

সিকেল বিসূচিকায় ধমনীর আক্ষেপের মহৌ-
ষধ। বিসূচিকার পতানাবস্থায় ইহার লক্ষণ আর্সে-
নিক সদৃশ। ইহা স্নায়বিক ও রক্তদোষ জনিত উভয়
বিসূচিকায় প্রয়োগ হয়। পাকযন্ত্র ও অন্ত্রের উগ্রতা
প্রযুক্ত যদি আক্ষেপ হয় তাহা কিউপ্রম সদৃশ লক্ষণ।
কিন্তু ধমনীর সঙ্কোচন হইয়া খুঁচুনি বা আক্ষেপের সহিত
শীত বোধ হইলে সিকেল ব্যবহৃত হয়। বিকৃত স্নায়ুর
উত্তেজনা জনিত ধমনীর সঙ্কোচন ও সেই স্নায়ুর অসুস্থতা
নিবারণ হইলেও ধমনীর আক্ষেপ ও সঙ্কোচন কখন
কখন বর্ত্তমান থাকে, ইহা সিকেল ব্যবহারে নিবারিত

হয়। যে বিসূচিকায় অধিক পরিমাণে জলীয় নিঃসরণ নিসৃত হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও ধমনীর অত্যন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হয় অর্থাৎ খালধরা, খুঁচুনি ইত্যাদি হইলে সিকেল ব্যবহারে তাহা বিদূরিত হয়, ইহা আর্সেনিকের সহিত পর্য্যায়ক্রমে (পাল্টাপাল্টি) সেবনে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যখন প্রতিক্রিয়াবস্থায় মস্তিষ্ক, ফুস্ফুস, মূত্রাশয় ও অন্ত্রাদিতে রক্তাধিক্য হয় তখন রক্তের গাঢ়তা ও স্নায়বিক অবসন্নতা হেতু কখন কখন অসম্পূর্ণ রূপে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং উপরোক্ত কারণে রক্তাধারের আবরণের স্থিতিস্থাপকতা অভাবে সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালন সুচারুরূপে হয় না। সিকেল ব্যবহারে এই দোষ দূরীভূত হইতে পারে।

যে বিসূচিকা-রোগীর ধমনীর অত্যন্ত আক্ষেপ হইয়াছে ও অন্যান্য লক্ষণ সকল ক্রমে ক্রমে নিবারিত হইয়াও রোগীর আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইতেছে ও রোগের তেজে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিতেছে না এরূপ অবস্থায় সিকেল উপকারক। আর সে সময়ে অজীর্ণতা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে তৎসদৃশ কোন ঔষধ ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া উচিত। পক্ষাঘাত, মুখরোগ, পচা ঘা, চক্ষের সচ্ছাবরণের ঘা, দর্শন শক্তির হীনতা

প্রভৃতি অসুস্থ প্রতিক্রিয়ার পর এই সমস্ত লক্ষণ যুক্ত উপসর্গ হইলে সিকেল দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

জ্বরাতিসারে যখন অবচ্ছিন্ন অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে তখন ওপিয়ম অপেক্ষা সিকেল দ্বারা উপকার হয়। কিউপ্রম দ্বারা খাল ধরা নিবারিত না হইলে সিকেল প্রয়োগ করা আবশ্যক। যদি খাল ধরার সহিত শরীর নীলবর্ণ ও জ্ঞানশূন্যতা উপস্থিত হয়, আর খাল ধরা এত অধিক পরিমাণে ও তেজের সহিত হয় যে তাহা খেঁচুনিতে পরিণত হইয়া পৃষ্ঠবক্র (Opisthotonos) উৎপন্ন করে এবং অঙ্গুলীতে খাল ধরায় হাতের অঙ্গুলী মুটা ও পায়ের অঙ্গুলী নিচের দিকে বাঁকিয়া যায়, এরূপ অবস্থায় যদি সিকেল ব্যবহারে উপকার না হয় তবে আর্গটিন দেওয়া কর্ত্তব্য।

সিকেল ও আর্গটিন ১ হইতে ৩ ডাইলিউসন ১ ফোটা বা ১ গ্রেণ মাত্রায় ১৫ হইতে ৩০ মিনিট অন্তর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সিকে[illegible]।

[illegible]।

চিন্তাযুক্ত, [illegible] ভয়, প্রশ্নের উত্তর দানে অনিচ্ছা, চক্ষু নীল রেখায় পরিবেষ্টিত হয় ও বসিয়া যায়।

কর্ণে শুনিতে পায় না ও শব্দ হয়, মুখ বসা, সিট্‌কান ও রক্তহীন, জিহ্বা পরিষ্কার, সাদা ও কাঁপে।

* মিথ্যা ক্ষুধা ও অনিবার্য্য তৃষ্ণা।

অত্যন্ত পাটকিলে বর্ণ বমি হয় ও বমনোদ্রেক।

পেটে অত্যন্ত জ্বালা ও যাতনার পরে বমি, খাল ধরে, স্পর্শ করিলে বা টিপিলে লাগে।

* গুহ্যদ্বার ফাঁক হয় ও খাল ধরে।

ভেদ তরল, অল্প সবুজ বা কটা, পাতলা কালবর্ণ রক্ত ভেদ হয়।

মূত্রকোষের পক্ষাঘাত, প্রস্রাব করিতে পারে না, মূত্র বন্ধ থাকে।

শ্বাস-কষ্ট, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

বক্ষের বাম পার্শ্বে বেদনা ও বক্ষে খালধরে।

নাড়ী দ্রুত সূক্ষ্ম ও সামান্য পাওয়া যায়।

* হাত অবশ, অঙ্গুলীর ভিতর দিকে খাল ধরে।

* পায়ে ও অঙ্গুলীতে খাল ধরে ও বাঁকিয়া যায়, পায়ের ডিমে খাল ধরে, পদ অবশ হয়।

* গাত্রাবরণ অসহ্য বোধে ছুঁড়িয়া ফেলে, অস্পষ্ট বকে, কাঁপে ও হাত পা নড়ে, একেবারে জ্ঞান রহিত হয় না, অস্থির হয় ও চীৎকার করে, হাত পা অসাড়, ক্ষত হয়, ও অসাড় ভেদ হয়।

পক্ষাঘাতিক বিসূচিকা।

Paralytic variety.

অনাক্ষেপিক বিসূচিকা যে কেবল উদরাময় সূত্রে উৎপন্ন হয় তাহা নহে, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বা সামান্য পক্ষাঘাত প্রযুক্তও উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ বিসূচিকায়, স্নায়ুর সুস্থাবস্থাসত্ত্বেও শ্বাস-কষ্ট, অবসন্নতা নীলবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। আক্ষেপিক বিসূচিকায় রক্ত সঞ্চালনের যেরূপ ব্যাঘাত ঘটে, হৃৎপিণ্ড হীনবল হইলেও তাহাই হয়। যে বিসূচিকায় হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বা সামান্য পক্ষাঘাত প্রথমেই হইতে থাকে তাহাকে পক্ষাঘাতিক বা বিষম বিসূচিকা (paralytic or acute cholera) বলে। ইহাতে পশ্চাল্লিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। কঠিন আঘাতে যেরূপ মাথা ঘুরিয়া হত চৈতন্য হয়, কিম্বা মস্তকোপরি যেন একটী বোঝা চাপান আছে, মাথা ঘোরে, দৃষ্টি ক্রমে লোপ পাইতে থাকে, কর্ণে কম শুনে, অঙ্গুলী অসাড় ও কখন কখন ঝিন্ ঝিন্ করে, বক্ষঃস্থলে কষ্টবোধ, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ, পরে বমনোদ্রেক বা বমি হয়; পেটে হুড় হুড় শব্দ, কখন বেদনা থাকে, কখন থাকে না, তরল ভেদ ও মূত্র বন্ধ হয়।

আক্ষেপিক বিসূচিকায় স্নায়ু ও মাংসের অধিক পরি-

মাণে অনবরত উগ্রতা বর্ত্তমান থাকায় দেহ নিস্তেজ হইয়া হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয়। আর ইহাও নিশ্চিত যে যখন কোন মাংসপেশী অম্লজান (Oxygen) বিবর্জ্জিত হয়, তখন ঐ মাংসপেশী মধ্যে যে রক্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে তাহা কাল বর্ণ হয় ও তাহাতে কিয়ৎক্ষণ মাংস সঙ্কোচিত. হইয়া আক্ষেপিক বিসূচিকার ন্যায় খুঁচুনি ও খাল ধরিতে থাকে। আবার উদরাময় বিসূচিকাও ক্রমে আক্ষেপিক অথবা পক্ষাঘাতিক বিসূচিকার আকার ধারণ করে। অতএব কোন্ সূত্রে কি আকারের বিসূচিকা ইহা নির্ণয় করা চিকিৎসকের বিশেষ পারদর্শিতা ও বিচক্ষণতা আবশ্যক।

যদিও ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আক্ষেপিক ও অনাক্ষেপিক এই দুই প্রকার বিসূচিকা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহাদিগের পতনাবস্থা একই রূপ লক্ষণ বিশিষ্ট হয়। এজন্য আক্ষেপিক কি অনাক্ষেপিক সূত্রে পতনাবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা জানিতে হইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিশেষ রূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

বিসূচিকা বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া দুই প্রকার ক্রিয়া উৎপাদন করে। এক প্রকার এই যে, উহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্নায়ুমণ্ডলী বিশেষতঃ ফুস্‌ফুসের স্নায়ুকে আক্রমণ করিয়া আক্ষেপিক বিসূচিকার লক্ষণ সকল উৎপন্ন করে, অপর, রক্তকে আক্রমণ করিয়া

প্রথমে অসুস্থ বোধ, অজীর্ণতা ও উদরাময় ইত্যাদি জন্মায়, পরে তরল ভেদের সহিত রক্তের জলীয়াংশ নিয়ত নির্গত হইয়া হৃৎপিণ্ডের সূক্ষ্ম শিরার (Capillary) রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া কতক পরিমাণে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য হৃৎপিণ্ড হীনবল হয় ও তাহার ক্রিয়া, শব্দ ও গতি অতি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, মণিবন্ধে নাড়ী সূক্ষ্ম ও কোমল হয়, ক্রমে স্বরভঙ্গ শ্বাস-কষ্ট, শরীর নীল বর্ণ ইত্যাদি হইতে থাকে, ইহাকে পক্ষাঘাতিক বিসূচিকা বলা যায়।

ভেরেট্রম এল্‌বম্—Veratrum Album.

প্রয়োগ।

ভেরেট্রম এল্‌বম পক্ষাঘাতিক বিসূচিকার একটী প্রধান ঔষধ। ইহা ধমনীর রক্তাধারের আক্ষেপ ও স্নায়ুর পক্ষাঘাত নিবারণ করিয়া যকৃৎ শীরার রক্তাধিক্য বিদূরিত করে, তাহাতে রক্তের জলীয়াংশ নির্গত হওয়া বন্ধ হয়। যে স্থানে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে ও তজ্জন্য যে বিসূচিকায় শীতলতা, শ্বাস-কষ্ট, নীলিমা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তথায় ভেরেট্রম একোনাইট, এণ্টিমটার্ট ও কখন কখন নিকোটিন প্রভৃতি ঔষধ সকল লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা বিধেয়।

পাক যন্ত্রের উগ্রতা প্রযুক্ত তাহার আক্ষেপ হইয়া ক্রমে স্নায়ুমণ্ডলীর আক্ষেপ হইলে কিউপ্রম ব্যবহার করা উচিত। আর রক্তহীনতা বা মস্তিষ্ক ও কশেরুক রজ্জুর (Spinal chord) উগ্রতা সূত্রে যে আক্ষেপ হয় তাহা নিবারণার্থ সিকেল বা আর্গটিন আবশ্যক। এবং মেরুদণ্ডের মর্জ্জার উপরিস্থ বৃহৎ অংশ (Medulla oblongata) আক্রান্ত হইয়া যে আক্ষেপ হয় ও তৎসহ শ্বাসকষ্ট থাকিলে তাহা কর্পূর, এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ও আর্সেনিক ব্যবহারে উপশম হয়। কিন্তু মাংসপেশীর উগ্রতায় যে আক্ষেপ হয় তাহা ভেরেট্রমে নিবারণ হয়।

অত্যন্ত কায়িক পরিশ্রম, বহুদূর ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে বিসূচিকা উৎপত্তি হইলে, বা ভেদ বমি হইয়া সর্ব্ব শরীরশিথিল ও শীতল হইলে, ভেরেট্রমে বিশেষ উপকার হয়। স্থানে স্থানে মাংস নড়া ইহার আর একটী লক্ষণ।

আক্ষেপিক বিসূচিকাতেও যখন হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও তাহার ক্রিয়া মন্দ ও ক্ষীণ হইতে থাকে অথবা প্রথম হইতে যদি হৃৎপিণ্ড নিস্তেজ হইতে আরম্ভ হয় ও তৎসহ নিয়ত ভেদ ও বমি হয় তাহা হইলে ভেরেট্রম দেওয়া কর্ত্তব্য। আর নিয়ত ভেদ ও বমি হইয়া পরে হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইলে রিসিনস্ উপকারক। বিসূচিকার পতনাবস্থায় ভেরেট্রম ব্যবহারে কোন ফল হয় না।

কপালে শীতল ঘর্ম্ম, চক্ষের তারা ছোট হইয়া যায়, অত্যন্ত পিপাসা অধিক পরিমাণে শীতল জল পানে অভিলাষ, জল পান করিলে বা নড়িলে বমির বৃদ্ধি, অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসাঙ্গ, প্রত্যেক বমি বা ভেদের পর পেট খালি বোধ, ভেদের সময় কপালে ঘর্ম্ম হয়, ভেদ জলবৎ সবুজ আভাযুক্ত এবং ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে এই সমস্ত ভেরেট্রমের লক্ষণ। ফস্‌ফরসের ভেদেব লক্ষ-ণের সহিত কতক পরিমাণে ইহার তুলনা হইতে পারে। পশ্চাল্লিখিত লক্ষণযুক্ত বিসূচিকায় ফস্‌ফরস্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভেদ সাদা, যেন চর্ব্বি বা ঘৃতের দানা ভাসিতেছে, অত্যন্ত তৃষ্ণা, জল পান করিয়া তাহা পেটে গিয়া গরম হইলে বমি হইয়া যায়, তলপেট ফোলে ও গড় গড় শব্দ হয়।

সচরাচর ৬, এবং ১২ বা ৩০ ডাইলিউসন, মাত্রা ১ ফোঁটা ১৫ হইতে ৩০ মিনিট অন্তর।

ভেরেট্রম্ এলবম্।

লক্ষণ।

* চক্ষু আকুঞ্চিত ও শুষ্ক।

* কর্ণে ঝড়ের ন্যায় শব্দ শ্রুতিগোচর হয়।

* মুখ বসা ও মুখের ভাব চিন্তাযুক্ত, রক্তহীন ও মাংস নড়ে।

জিহ্বা হীম, কথা কহিতে পারে না।

* শীতল জল পানে অত্যন্ত ইচ্ছা।

* ভেদ ও বমি প্রচুর পরিমাণে হয়, ভেদের সহিত শীতল ঘর্ম্ম হয়, ভেদ জলবৎ, ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে, কখন কখন অল্প কালবর্ণ। ভেদ হইলে পেট খালি বোধ হয়।

শ্বাস-কষ্ট, শ্বাস-রোধ ও স্বর-ভঙ্গ, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে, হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল, নাড়ী সূতার ন্যায়, দ্রুতগতি, ক্ষীণ ও এক একবার পাওয়া যায় না। নখ নীলবর্ণ হয় হাত পা নাড়িতে পারে না, অসাড়, গুরুতর পরিশ্রম করিলে শরীর যেরূপ ব্যথাযুক্ত ও দুর্ব্বল হয়, সমস্ত শরীর রক্তহীন, নির্জীব ও অঙ্গুলীতে খাল ধরে।

এণ্টিম্ টার্ট—Antim Tart.

ভেরেট্রম অপেক্ষা এণ্টিম টার্টে মাংসপেশীর কম্পন এবং অভিভূততা অধিক হয় ও এই উভয় ঔষধের ভেদের লক্ষণ প্রায় একই প্রকার হয়। পাকযন্ত্র ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বেদনা (Inflamation) ভেরেট্রমে হয় না, কিন্তু এণ্টিম টার্টে হয়।

সর্ব্ব প্রকার বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় এণ্টিম্ টার্টে কোন উপকার হইবার আশা নাই। কিন্তু পতনাবস্থায় যদি হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বা পক্ষাঘাত হয় তাহা হইলে ইহা ব্যবহার করা আবশ্যক। যখন ভেরেট্রম ঐ দুর্ব্বলতা উপশম করিতে অসক্ত হয়, তখন এণ্টিম্ টার্ট ব্যবহারে বিশেষ উপকার লাভ হইবার সম্ভাবনা। যখন পক্ষাঘাতিক বিসূচিকার চরমাবস্থা উপস্থিত হয় ও অতিশয় বমি হইতে থাকে, বমি তুলিবার আর ক্ষমতা থাকে না, মধ্যে মধ্যে অভিভূত হইয়া পড়ে, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ নিদ্রিতভাব হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর প্রদান করে, বক্ষের বাম পার্শ্বে বেদনা ও জ্বালা বোধ করে, নিস্তেজতা প্রযুক্ত নড়িতে পারে না, কথা কহিয়া কথার উত্তর দিবার ক্ষমতা থাকে না, গোঙ্গাইতে থাকে ও প্রতি মিনিটে পাঁচ সাত বার নিশ্বাস পতিত হয় মাত্র,এরূপ অবস্থায় এণ্টিম্ টার্ট ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যে সকল আভ্যন্তরিক যন্ত্রের উগ্রতা প্রযুক্ত বমি হয়, তাহাদিগের শান্তি হইলেও যদি বমি নিবারিত না হয় এবং উদরাময় জনিত বিসূচিকা বৰ্দ্ধিত হইয়া পতনাবস্থা প্রাপ্ত হয় ও মেরুদণ্ডের মজ্জার উপরিভাগে (Medula oblongata) পক্ষাঘাত হইবার উপক্রম হয়, এই পক্ষাঘাত আক্ষেপিক বিসূচিকাতেও হইতে পারে,

এই অবস্থায় এণ্টিম্ টার্টে উপকার হইবার সম্ভাবনা। এবং যৎকালে হৃৎপিণ্ড ক্রিয়াহীন হইবার উপক্রম হইতেছে ও তৎসহ রোগী নিদ্রাভিভূতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, কোন রূপ চিন্তা করে না বা অস্থিরতা নাই, এরূপ অবস্থায় ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রোগীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে প্রগাঢ় চৈতন্য-শূন্যতা দেখা যায় ঐ অবস্থায় যদি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিকার সম্ভাবনা থাকে তবে ওপিয়ম অপেক্ষা আর্সেনিকে অধিক উপকার হইতে পারে।

এণ্টিম্ টার্ট সচরাচর ৬ ডাইলিউসন ১ ফোঁটা মাত্রায় ১৫ বা ৩০ মিনিট অন্তর ব্যবহার হয়।

এণ্টিম টার্ট।

লক্ষণ।

কদাচ অজ্ঞান হয়, নিদ্রাভাব, কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়।

* চক্ষু বসিয়া যায় ও দৃষ্টিশক্তি অল্প হয় এবং চক্ষের চতুস্পার্শ্বে কাল রেখা পড়ে ও বুজিয়া থাকে।

কর্ণে রৈ রৈ শব্দ হয়।

নাসিকা খাড়া ও তাহার ভিতর লালবর্ণ।

* মুখ বসা, রক্তহীন, নীল বর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগযুক্ত এবং ঠোঁট বেগুণে রং হয়।

* মুখের স্থানে স্থানের মাংসপেশী কাঁপে।

কথা কহিতে পারে না, কথা কহিতে কষ্টবোধ হয়, জিহ্বা শীতল ও পাতলা সাদা পর্দ্দায় আবৃত হয়।

বমি ও ভেদের পর অত্যন্ত পিপাসা।

* যথেষ্ট বমি হয়, নড়িলেই বমি হয়, কষ্টে বমি তোলে, বমির পর মূর্চ্ছা যায়, ঘর্ম্ম হইতে থাকে ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। নিয়ত কষ্টকর বমনোদ্রেক, বমির পরে হাত কাঁপিতে থাকে।

পেট খালি বোধ, ভেদ জলের ন্যায়, কখন সবুজ বর্ণ ফেণাযুক্ত অসাড় ভেদ ও কখন নিয়ত ভেদ হয়।

নিশ্বাস আস্তে আস্তে পড়ে ও অল্প, নাভিশ্বাস, শব্দযুক্ত ও কম্পিত।

ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত ও শ্বাস-কষ্ট হয়, বক্ষঃস্থলে ভার ও কষ্ট-বোধ, হৃৎক্রিয়াঘাত দ্রুত, ক্ষীণ ও কাঁপে, নাড়ী পাওয়া যায় না, অতিশয় ক্ষীণ জানিতে পারা যায় না, গলায় কেবল বেগমাত্র অনুভব হয়।

হাত পা অবশ অসাড় ও শীতল, হস্তের মাংস ও মাংস কণ্ডার (tendons) নড়ে। অঙ্গুলী অসাড়, বিছানা হাৎড়ায়; পায়ের ডিম কাঁপে ও আক্ষেপ হয়; শরীরের বর্ণ মৃতের ন্যায় ও অত্যন্ত নিস্তেজ হয়।

একোনাইট—Aconite.

প্রয়োগ।

যদি পক্ষাঘাতিক বিসূচিকা শারীরিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতায় ও তৎসহ ভয় শোক ইত্যাদি কারণে মানসিক অবসন্নতা প্রযুক্ত উৎপন্ন হয় তাহা হইলে রোগের প্রথম আক্রমণাবস্থায় একোনাইট অমিশ্র আরক ৩ কিম্বা ৪ ফোঁটা অর্দ্ধ পোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার ১ তোলা পরিমাণ ৫ কিম্বা ১০ মিনিট অন্তর দিলে আশু উপকার হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত এই বিসূচিকার ভেদ হরিদ্রাবর্ণ পিত্তযুক্ত থাকে, তখন পর্য্যন্ত একোনাইট ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নচেৎ জলের ন্যায় ভেদ হইতে আরম্ভ হইলে ভেরে-ট্রম দেওয়া আবশ্যক। পাকযন্ত্রের উগ্রতাহেতু ভেদ ও বমি হইতে আরম্ভ হইয়া পেট খুঁচিতে থাকে, হঠাৎ দেখিলে আক্ষেপিক বিসূচিকা বলিয়া উপলব্ধি হয়, কিন্তু হৃৎপিণ্ড পরীক্ষায় রোগের অবস্থা অপেক্ষা যদি ইহার দুর্ব্বলতা অধিক বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে কিউপ্রমে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। কখন কখন এরূপ হয় যে, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও মাংসপেশী সমূহের আক্ষেপ সমান তেজে প্রকাশ পায় তাহা হইলে কিউপ্রম-আর্সেনিক দেওয়া কর্ত্তব্য।

একোনাইটে হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ, ক্যাম্ফর, এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ও আর্সেনিকের হৃৎপিণ্ডের লক্ষণের সহিত প্রভেদ এই যে, একোনাইট দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রথমে মৃদু করে ও তৎসহ ধমনীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন হয়, তৎপরে হৃৎপিণ্ডের আঘাত দ্রুত পড়িতে থাকে ও রক্তাধার ও সূক্ষ্ম শিরা সকল প্রসারিত হয়, যাহা গতিকারক স্নায়ুর পক্ষাঘাত বুঝায়; ইহা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু কিম্বা দ্রুত হইতে পারে, কিন্তু তাহার ক্রিয়া-বেগ ক্ষীণ ভাব ধারণ করে। একোনাইট দ্বারা এইরূপ হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বল ক্রিয়া হৃৎপিণ্ডের গ্রন্থির পক্ষাঘাত বিজ্ঞাপক; আর ক্যাম্ফর এসিড হাইড্রোসিয়ানিক এবং আর্সেনিকের লক্ষণ, হৃদয়ের ক্রিয়াবেগ জোরের সহিত হয় কিন্তু বিলম্বে বিলম্বে আঘাত পড়ে। এই রূপ ক্রিয়া আক্ষেপিক বিসূচিকাব প্রথমাবস্থায় হইয়া থাকে এজন্য শেষোক্ত ঔষধ ত্রয় ইহার সদৃশ লক্ষণ যুক্ত ও আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ হইয়া থাকে।

হটাৎ শীতল বায়ুর নিশ্বাস গ্রহণে বা হিমে থাকিলে রক্তাধার ও সূক্ষ্ম শিরা সঙ্কোচিত হয় এই জন্য উদরাময় হইয়া বিসূচিকা হইতে পারে, অথবা তৎকালে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব থাকিলে এই রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। এমত অবস্থায় কর্পূর যেমন আক্ষেপিক বিসূ-

চিকার প্রারম্ভে উদরাময়ে প্রয়োগ করা হয়, উপরোক্ত কারণে বিসূচিকার সূত্রপাত হইলে একোনাইট তেমনই প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অমিশ্র আরক কিম্বা ১× দশ ১৫ বা ৩০ মিনিট অন্তর ১ ফোঁটা দিবে।

একোনাইট।

লক্ষণ।

অত্যন্ত অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, অল্প শীতবোধ, যে কার্য্য করে তাহা শীঘ্র শীঘ্র করিতে থাকে। মানসিক চিন্তা ও কষ্টবোধ, মুখ চিন্তাযুক্ত, ঠোঁট শুষ্ক কাল ও অত্যন্ত পিপাসা।

পেটে অত্যন্ত বেদনা, যেন ছুঁচ বিঁধিতেছে, টিপিলে লাগে। বমি জলের ন্যায়, সবুজ কাল বা পিত্ত বমন।

প্রতিক্রিয়ার সময় চক্ষু লাল হইলে ব্যবহার হয়।

ভেদ তরল, সবুজ আভাযুক্ত কাল কিম্বা রক্ত ভেদ ও মূত্র বন্ধ হয়।

নিশ্বাস শীতল, বক্ষস্থল সাঁটীয়া ধরে, ভার বোধ ও যাতনা হয়। হৃৎক্রিয়াঘাত, ক্ষীণ ও দ্রুত এবং অসম্পূর্ণ ; নাড়ী সূতার ন্যায় ও মৃদু।

হাত পা শীতল ও চেটোয় ঘর্ম্ম হয়।

ভয় পাইয়া যদি পীড়া হয় ; হিক্কা হয়।

Diarrhæic Variety,

উদরাময় বিসূচিকা।

উদরাময় বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় দুই চারি দিন পাৎলা ভেদ হইয়া ক্রমে ওলাউঠার ন্যায় জলবৎ ভেদ হয ও কখন কখন দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেও এইরূপ ভেদ ও বমি হইয়া থাকে। খালধবা বা পেটের খুঁচুনি কিছুমাত্র থাকে না। কিন্তু পরে রক্তের জলীয়াংশ নিয়ত নির্গত হইয়া আক্ষেপাদি খালধবা ও অন্যান্য সাংঘাতিক লক্ষণ সকল উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমে শরীরের উত্তাপের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

কর্পূর—Camphor.

নেপল্‌সের সুবিখ্যাত ডাক্তার রুবিনি এক সময়ে বিসূচিকা মহামারি হইলে কর্পূরের আরক দ্বারা যে সমস্ত রোগীদিগকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল, অতএব বিসূচিকা মাত্রেই বিশেষতঃ আক্ষেপিক ও উদরাময় বিসূচিকার সূত্রপাতে ইহা প্রয়োগ করা সঙ্গত বিবেচনা হয়। যদিও সকলেই আরোগ্য লাভ করিবে এমত নিশ্চয় নাই তথাপি রোগের তিক্ষ্ণতা তৎকালে কতক পরিমাণে

নষ্ট হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। আরও পশ্চাল্লিখিত লক্ষণ গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহার বিধান করা আবশ্যক।

গাত্রে শীতল বায়ু লাগিয়া হঠাৎ উদরাময় হইলে, কেবল শীতবোধ তৎসঙ্গে গরম বোধ নাই,যদি ঘর্ম্ম হয় তাহা শীতল ও চটচটে, গাত্র বস্ত্রাবৃত করিবার ইচ্ছা নাই, নাড়ী ক্ষীণ, কিন্তু আঘাত স্বাভাবিক, পিপাসা নাই, ভেদ মলযুক্ত ও ঘোর কটা বা তাম্রবর্ণ এবং যে স্থানে আক্ষেপিক বিসূচিকা হইতেছে এরূপ স্থানে ইহা ব্যবহৃত হয়।

রিসিনস্—Ricinus.

আক্ষেপিক বিসূচিকায় কর্পূরের আরক যেরূপ প্রধান ঔষধ, উদরাময় বিসূচিকায় রিসিনসে তদ্রূপ উপকারের সম্ভাবনা। রিসিনসের ভেদ জলের ন্যায় তরল ভেরেট্রমের ভেদের তুল্য, কিন্তু ইহার ভেদ পিত্তযুক্ত ও প্রথম হইতে পেট বেদনা করে, কিন্তু রিসিনসে তাহা প্রথমে থাকে না তবে ক্রমগত প্রচুর পরিমাণে ভেদ হইয়া রক্তের জলীয়াংশ নির্গত হইতে থাকিলে পেট বেদনার উদয় হয়।

পাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলতা বশতঃ তরল ভেদ ও বমি ক্রমাগত হইতে থাকিলে কিন্তু পেটে কোনরূপ বেদনা

অনুভব হয় না এবং শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট না হইলে উদরাময় বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবস্থা যোগ্য। আরও উক্তরূপ ভেদ বমি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ক্রমে রক্তের জলীয়াংশ তৎসহ নির্গত হয়, তাহাতে আক্ষেপাদি পেটে জ্বালা ও বেদনা হইতে পারে ও শরীর হরিদ্রাবর্ণ ও শীতল, শীতল ঘর্ম্ম, মুখ রক্তহীন ও শুষ্ক, নাড়ি সূক্ষ্ম ইত্যাদি পতনাবস্থার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকিলে কিন্তু শ্বাস-কষ্ট শ্বাস-রোধ, শরীর নীলবর্ণ ইত্যাদি স্নায়বিক লক্ষণ অবর্ত্তমানে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রিসিনসের বমির রং সামান্য হরিদ্রাবর্ণ ও তাহাতে চক্‌চকে সূতার ন্যায় ঝোলে। বিসূচিকায় ক্ষত হইলে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

বিসূচিকার পতনাবস্থায় কখন কখন রক্ত মিশ্রিত রক্তের জলীয়াংশ ভেদ হইয়া থাকে। এইরূপ রক্তভেদ হইলে সাধারণতঃ মার্কিউরিয়স্ করোসাইভস্ ব্যবহৃত হয়। রক্ত আমাশয়ে যেরূপ কোঁৎ বা বেগ হয়, সেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে মার্কিউরিয়স্ করোসাইভস্ এবং তাহা না হইলে রিসিনস্ ব্যবহারে উপকার হইতে পারে। আম বা রক্ত আমাশয় হইয়াছে ও তৎসহ বিসূচিকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে রিসিনস্ দেওয়া কর্ত্তব্য।

রিসিনস্ ৬× ডাইলিউসন ১ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যেক ভেদের পর ও মার্কিউরিয়স্ করোসাইভস্ ৬× ডাই-লিউসন ১৫ বা ৩০ মিনিট অন্তর দিবে।

জ্যাট্রোফা—Jatropha.

উদরাময় বিসূচিকায় জলের ন্যায় তরল ভেদ, 'চাউল ধোয়া জলের ন্যায় নহে' এবং বমি হইলে, কিম্বা অগ্রে বমি ও পরে ভেদ হইতে থাকিলে বমির সহিত অণ্ড লালবৎ পদার্থ মিশ্রিত, পেটের ডাক এবং বেদনা, হাত পায় বিশেষতঃ পায়ের ডিমে আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে জ্যাট্রোফা ব্যবহৃত হয়।

যদিও জ্যাট্রোফাতে বেদনাশূন্য ভেদ ও বমি অধিক পরিমাণে হয় কিন্তু তাহাতে কোনরূপ সাংঘাতিক লক্ষণ যথা হিমাঙ্গ, চক্ষু বসা, নাসিকা শীতল, স্বর ক্ষীণ বা ভাঙ্গা এই সকল কিছুই থাকে না। এই জ্যাট্রোফা বিসূচিকাবৎ উদরাময়ের ঔষধ, কিন্তু উদরাময় বিসূচিকায় ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে। তবে যে বিসূচিকায় ইহার লক্ষণ সকল থাকে তাহাতে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্দ্ধনশীল অবস্থায় ইহার ব্যবহারে কোন উপকার দর্শে না।

পেট ফাঁপা ও পেট টিপিলে গড় গড় শব্দ হয়, এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও হৃৎস্পন্দন থাকিলে জ্যাট্রোফা দ্বারা একবার পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

ইউফরবিয়া—Euphorbia.

ইউফরবিয়া জ্যাট্রোফার ন্যায় কার্য্য করে। তবে প্রভেদ এই যে, প্রথমে পেটে কোন বেদনা নাই, হঠাৎ অত্যন্ত কষ্টকর বমনোদ্রেক হইয়া অজ্ঞানের ন্যায হয় ও অনতি বিলম্বে জলের ন্যায় লালযুক্ত প্রচুব বমি হইতে থাকে পরে পেট ডাকিয়া তরল ভেদ হয় ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় ইউফরবিয়া ব্যবহারে উপকার হইতে পারে। ইহাতে জেট্রোফার ন্যায় পেট ফাপা খুঁচুনী বা হৃৎ স্পন্দন থাকে না। গ্রীষ্মকালে জলভরা গাত্রকণ্ডু ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ চর্ম্ম লাল-বর্ণ হয় এবং তাহা যদি হঠাৎ মিলাইয়া গিয়া বিসূ-চিকার ন্যায় ভেদ হয় তাহা হইলে ইউফরবিয়া ব্যব-হার করা আবশ্যক। ক্রোটন টিগ্‌লিয়ম এরূপ লক্ষণে বিশেষ উপকারক। আর যদি এই কণ্ডু মিলাইয়া গিযা আমরক্তের ন্যায় ভেদ হয় তাহা হইলে ওপিয়ম কিম্বা আর্সেনিক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

উদরাময় চিকিৎসা।

যে স্থানে বা যে সময়ে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব আছে বা হয় তখন উদরাময় হইলে তাহার প্রতিকার করা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ তাহা ক্রমে ওলাউঠায় পরিণত হইতে পারে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার হইয়া থাকে।

একোনাইট—নাড়ী দ্রুত ও কোমল, শীত ও উষ্ণ মিশ্রবোধ, অত্যন্ত রৌদ্র তাপের পর কিম্বা ঘর্ম্মাক্ত শরীরে শীতল স্থানে আসিয়া সেই ঘর্ম্ম নির্গত হওয়া হঠাৎ বন্ধ হইলে ও ভয় পাইয়া উদরাময় হইলে এবং তৎসহ শুষ্ক চর্ম্ম, পিপাসা, সাদা কিম্বা হরিদ্রা বর্ণ ভেদ মূত্র লাল, গা শীত শীত বোধ, গায়ে কাপড় দিয়া থাকিতে ইচ্ছা, আর পক্ষাঘাতিক বিসূচিকায় যে স্থানে লোক আক্রান্ত হইতেছে এরূপ স্থানে উদরাময় হইলে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আর্সেনিক—দুর্গন্ধময়, কাল কিম্বা সবুজ মল বারম্বার অল্প পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে, তলপেটে বেদনা, গুহ্যদ্বারে জ্বালা, যে পরিমাণে পিপাসা তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে জল পান করে, অস্থিরতা, উদ্বেগ এবং রাত্রিকালে এই সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি হয় এরূপ স্থলে ইহা ব্যবহার্য্য।

ক্রোটন টিগ্লিয়ম -হঠাৎ হরিদ্রাবর্ণ আভাযুক্ত সবুজ তরল ভেদ প্রচুর পরিমাণে তেজে নির্গত হয় ও জলপান

করিলেই ভেদ হইতে থাকে এবং উদরাময় বিসূচিকা যে স্থানে বর্ত্তমান আছে তথায় ব্যবহার করা উচিত।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—নাড়ী ক্ষীণ, দ্রুত ও পরিবর্ত্তনশীল, বুকে কষ্টবোধ, তলপেটের উপরিভাগে যাতনা, হাত পা দুর্ব্বল, ভেদ প্রায় অসাড়বৎ এরূপ অবস্থায় ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ইপিকাকোয়ানা—নিয়ত অতিশয় বমনেচ্ছা ও ফেণাযুক্ত সবুজ ভেদ হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

রিসিনস্—তরল ভেদ হইতেছে কিন্তু কোন ঔষধের লক্ষণের সহিত ঐক্য হইতেছে না এবং যে স্থানে উদরাময় বিসূচিকা বর্ত্তমান আছে তথায় ইহা ব্যবহৃত হয়।

এসিড ফস্ফরাস্—প্রচুর পরিমাণে ছাই বর্ণ পাতলা ভেদ, কোন রকম বেদনা নাই, জিহ্বা চটচটে লালাবৃত, শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়, এরূপ স্থলে ইহা ব্যবহারে উপকার হয়।

সলফার—দুই প্রহর রাত্রিতে হঠাৎ পাতলা ভেদ হইতে থাকিলে ইহার ৩০ ডাইলিউসন ২ ঘণ্টা অন্তর ১ ফোঁটা দুই এক বার দেওয়া কর্ত্তব্য।

ভেরেট্রম এলবম্—সবুজ আভাযুক্ত ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে তরল ভেদ ও বমি, হাত পা ও মুখ শীতল এবং নীলবর্ণ, প্রত্যেক ভেদের পূর্ব্বে পেট বেদনা করে ও শরীর

অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হয়,শীতল জল পান করিবার ইচ্ছা, ভেদের সময় কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়, এরূপ অবস্থায় ইহা ব্যবহার্য্য।

ক্যামোমিলা—অত্যন্ত রাগের পর উদরাময়ে ইহা ব্যবহৃত হয়।

নক্স ভমিকা—অপরিমিতাহার কিম্বা মদ্যপানে অম্লাধিক্য হইয়া উদরাময় হয় কিন্তু ভেদ পরিষ্কার হয় না, এরূপ স্থলে ইহা উপকারক।

পল্সাটিলা—চর্ব্বি বা ঘৃতপক্ক খাদ্য আহার করিলে যে উদরাময় হয় তাহাতে ইহা ব্যবহার করা উচিত।

কলোসিন্থ—জাফরানের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ, জলীয়, ফেণাযুক্ত বা রক্ত মিশ্রিত ভেদ, পেটে অত্যন্ত বেদনা, চাপিলে আরাম বোধ, কিন্তু জল পান করিলে বৃদ্ধি হয় এরূপ অবস্থায় ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।.

আইরিস ভার্সিকোলার—সাদা বা পিত্তযুক্ত জলীয় ভেদ, ভেদের পর গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ হয়, বমি করিলে মুখ জ্বালা করে এরূপ অবস্থায় ও ছোট ছোট ছেলের বিসূচিকায় ইহা উপকারক।

এথিউজা—শিশুর রোগে বিশেষ আবশ্যক। অধিক পরিমাণে ও সবুজ আভাযুক্ত তরল ভেদ,ভেদের পর দুর্ব্বল ও নিদ্রিতভাব, দুগ্ধ পান করিলে তুলিয়া ফেলে, বমির পর কাহিল হয় ও নিদ্রা যায়, চক্ষের তারা নীচের দিকে

নামে, মুখ নীলবর্ণ, নাড়ী ছোট কঠিন এবং দ্রুত, প্রথমে বমি হয় ও পরে অন্যান্য লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় এরূপ অবস্থায় ইহা উপকারী।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব—জলের ন্যায় ও সাদা ভেদ,গৃহের মেজে যে স্থানে মল পতিত হয় তথায় সাদা দাগ পড়ে, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধ ও কখন কখন হরিদ্রাবর্ণ,যে ছেলের মাথা বড়, পেট উঁচু, নিদ্রিতাবস্থায় মস্তক ঘামে, পা শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হয়, আর যে শিশুর সর্ব্বদা ঘা, ফোড়া হয় তাহাদের প্রথমে উদরাময় হইয়া বিসূচিকা, কিম্বা দন্ত উঠিবার সময় বিসূচিকা হইলে ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল লাভ হয়।

সিনা—পেটে ক্রিমি থাকিলে প্রতিক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়। ক্রিমির লক্ষণ যথা—দন্ত ঘর্ষণ, নাক ও গুহ্যদ্বার সড়্‌সড়্‌ করে ও চম্‌কিয়া চম্‌কিয়া উঠে, এরূপ অবস্থায় ইহা ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার হয়।

Treatment of colapse.

বিসূচিকার পতনাবস্থার চিকিৎসা।

বিসূচিকার পতনাবস্থাই অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল। এই অবস্থার চিকিৎসা করিতে বিশেষ সাবধানতা ও বিচক্ষণতা আবশ্যক করে, কারণ এই অবস্থায় নানা প্রকার সাংঘাতিক উপসর্গ সমূহ উপস্থিত হয়। শরীবের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮.৬ ডিগ্রি অপেক্ষা ৩ হইতে ৬ ডিগ্রি ন্যূন হয়, সর্ব্বাঙ্গ হীম ও রক্ত সঞ্চালন এবং শ্বাসক্রিয়ার ব্যতিক্রম স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ভেদ বমি বন্ধ বা কথন কথন হইতে থাকে, এই কয়েকটী পতনাবস্থার প্রধান লক্ষণ। ভেদ বমি এই অবস্থায় অতি অল্প পরিমাণে হয়, কারণ শরীরস্থ তরল পদার্থের অধিকাংশ ইহার পূর্ব্ব অবস্থায় নির্গত হইয়া যায়। বমনেচ্ছা, বমনোদ্রেক এবং সামন্য চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ প্রায় শেষাবস্থা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রক্তের তরলতা নষ্ট হইয়া গাঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। এবং তজ্জন্যই কৈশিক বা সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা শরীরস্থ মাংসপেশী ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। রক্তের চৈতন্যদায়ক জীবন স্বরূপ অম্লজান বায়ু তাহা হইতে অধিক পরিমাণে দূরীভূত হয়।

শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন প্রণালীর বিকৃত লক্ষণ নিবারণ

এবং তৎসহ রক্তের বিকৃতাবস্থার পুনরুদ্ধার সাধন সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। তজ্জন্যই অগ্রে যাহাতে পাক যন্ত্রের উগ্রতা বা প্রদাহের শান্তি হয় তাহা শীঘ্র করা আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত রোগীর পেটে জল না থাকে সে পর্য্যন্ত বিপদের আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে। পাকস্থলির উগ্রতা নিবারণ জন্য কিউপ্রম ও রিসিনস্ বিশেষ উপকারক এবং আবশ্যক বিবেচনায় আর্সেনিক ১২ কিম্বা ৩০ ডাইলিউসন ব্যবহারে উপকার হইতে পারে; নিয়ত বমনেচ্ছা থাকিলে ইপিকাক ও এণ্টিম টার্ট, দুর্গন্ধময় স্থানে হইলে এসিড কার্বলিক ৬ ডাইলিউসন দেওয়া উচিত। পাকযন্ত্রের বিকৃতাবস্থার সহিত অপরাপর প্রধান প্রধান যন্ত্রেরও বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ অবস্থায় একটী ঔষধে সমস্ত লক্ষণের উপশম না হইলে পর্য্যায়ক্রমে দুইটী ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক। পাক যন্ত্রের শান্তির জন্য পানীয় জলে ঔষধ মিশ্রিত করিয়া দিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

রক্তের অম্লজান হীনতা দূর করিবার জন্য কার্বো ভেজিটেবিলিস প্রধান ঔষধ। যখন শ্বাস-কষ্ট হইতে থাকে ভেদ বমি বন্ধ হয়, খাল ধরা থাকে না, রোগী নিস্তেজ হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, তখন ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আর্সেনিক ব্যবহারের পরে ইহার ব্যবহার বিশেষ ফলদায়ক হয়। প্রথম হইতে প্রতিক্রিয়ার কোন

লক্ষণ না থাকিলে ইহার ব্যবহারে অনেক সময় তাহার উদয় হয়।

অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্তাধিক্য বশতঃ চরমাবস্থায় কখন কখন রক্তভেদ হইয়া থাকে। রক্ত মিশ্রিত কল-তানির ন্যায় নির্গত হইলে মার্কিউরিয়স করোসাইভস বা রিসিনস, আর লালবর্ণ রক্ত গুহ্যদ্বার দিয়া চোয়াইতে থাকিলে কার্বো ভেজিটেবিলিস দেওয়া উচিত। পতনা-বস্থায় শরীর ববফের ন্যায় শীতল, জিহ্বা হীম, নাড়ী হীন, শ্বাস-কষ্ট, শিশির ফোঁটার ন্যায় কপালে ঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণে সচরাচর ইহার ৩০ ডাইলিউসন ও কখন কখন ১২ ডাইলিউসন ব্যবহৃত হয়। শ্বাস-কষ্টে লক্ষণানুসারে আর্যেণ্টম্ নাইট্রিকম্ ব্যবহৃত হয়। ইহা রক্তের অম্ল-জান গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্তের অম্লজান যে পরিমাণে নষ্ট হয় শ্বাস-কষ্টও সেই পরিমাণে হইযা থাকে। যদি শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড অপেক্ষা তন্মধ্যস্থ রক্ত অধিক পরিমাণে কলুষিত হইয়া শ্বাস-কষ্ট হয়, কিন্তু ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড অপেক্ষাকৃত সুস্থাবস্থায় থাকে, আর আক্ষেপিক প্রতিবন্ধকতা হেতু যে শ্বাস-কষ্ট হয় ও যাহা এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ব্যবহারে উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা না হইয়া যদি রক্ত অম্লজান গ্রহণে অসমর্থ হেতু শ্বাস-কষ্ট হয় তাহা হইলে আর্জেণ্ট নাইট্রিক দেওয়া কর্ত্তব্য। নিশ্বাস ত্যাগের

শক্তি নাই কিন্তু শ্বাস-কষ্ট আছে এরূপ অবস্থায় কার্বো ভেজিটেবিলিস দেওয়া আবশ্যক। শ্বাস-কষ্টের সহিত যদি হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা থাকে কিন্তু ইহার আঘাত* নিয়মিত রূপে পড়ে, তাহা হইলে একোনাইট অমিশ্র আরক্ক ১ফোঁটা দেড় ছটাক জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার ১তোলা পরিমাণে রোগের প্রাবল্যানুযায়ী ৫ হইতে ৩০ মিনিট অন্তর দেওয়া আবশ্যক। বলবান যুবা ব্যক্তির রোগে উদ্বেগ, মৃত্যুভয়, শিশুর ন্যায় সরল মুখের ভাব, অধিক কথা কয়, যদিও রোগীর অবস্থা তত মন্দ নয় কিন্তু রোগ কঠিন মনে করিয়া বিলাপ করে এরূপ অবস্থায় একোনাইট প্রয়োজ্য। আর রোগীর উদ্বেগ তত বেশি নাই কিন্তু নিশ্বাস ফেলিবার জন্য কষ্টবোধ করে ও কাতর হয় এবং অগ্রে এলোপ্যাথিক মতে অনেক ঔষধ সেবন করান হইয়াছে ও আক্ষেপ বর্ত্তমান আছে, দাঁতকপাটি, চটচটে শীতল ঘর্ম্মে শরীর সিক্ত, ভেদ বমি নাই ও যে স্থানে আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব এরূপ স্থলে ক্যাম্ফর দেওয়া আবশ্যক। যে কোন বিসূচিকায় অত্যন্ত উদ্বেগ, নিয়ত অস্থিরভাব, বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত কষ্টবোধ; হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত, সম্পূর্ণ নিস্তেজতা, জ্বালা ও অনিয়মিতরূপে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেইখানে আর্সেনিক দেওয়া আবশ্যক।

---

* সুস্থ হৃৎক্রিয়াঘাৎ ১ মিনিটে ৭২ বার হয়।

শ্বাস-কষ্ট নিবারণ করিতে এসিড হাইড্রোসিয়ানিক বা সাইনাইড অব পোটাস আর্সেনিকের তুল্য গুণকারক। আর্সেনিকে নিশ্বাস টানিবার সময় কষ্ট হয়, আর হাইড্রোসিয়ানিক এসিডে নিশ্বাস ফেলিবার সময় কষ্ট হয়। এই নিশ্বাস ফেলিবার কষ্ট, লক্ষণটি পতনাবস্থায় বা তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ঘটিলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ব্যবহার করা আবশ্যক। হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের লক্ষণ নিশ্বাস বেশিক্ষণ টানে, আর্সেনিকের লক্ষণ তদপেক্ষা নিশ্বাস কম টানে।

অত্যন্ত নিস্তেজতা সত্ত্বেও গতিকারক স্নায়ুর উত্তেজনা বশতঃ শেষাবস্থায় কখন কখন বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা ও অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে এরূপ অবস্থায় কিউপ্রম প্রয়োজ্য। কিন্তু কখন কখন একপ দেখা যায় যে রোগী বল করিয়া দণ্ডায়মান হয় ও অকারণ ঘুরিয়া বেড়ায় ও কেবল নিশ্বাস টানিবার জন্য এক এক বার দাঁড়ায়, ইহা মেরুদণ্ডের প্রদাহ হেতু হইয়া থাকে, এই প্রদাহ ও তৎসহ বক্ষের যাতনা ইত্যাদি লক্ষণ হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ব্যবহারে নিবারিত হইতে পারে। অস্থিরতা ও বিছানা হইতে নিয়ত উঠিবার চেষ্টা এবং তজ্জন্য বল প্রকাশ করা ইত্যাদি লক্ষণ মুস্কেরিণ প্রয়োগে উপশম হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত বিসূচিকার লক্ষণের ন্যায় মুস্কেরিণে বক্ষঃ-

স্থল সাঁটিয়া ধরা, শ্বাস-কষ্ট, মূর্চ্ছা, ভেদ, বমি জ্ঞান-শূন্যতা,প্রভৃতি অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ফুস্‌ফুসের উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ফুস্‌ফুস্ সঙ্কোচিত হইয়া শ্বাস-কষ্ট হইলে মুস্কেরিণ ও নিকো-টীন ব্যবহারে তাহা নিবারিত হয়। নিশ্বাস অল্প ও নাক ডাকার ন্যায় শব্দ মুস্কেরিণের সদৃ শ লক্ষণ।

দ্রুত ও অগভীর নিশ্বাস, যাহা নিশ্বাস যন্ত্রেব দুর্ব্ব-লতা জন্য হইয়া থাকে ও ক্রমে তাহার পক্ষাঘাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু হৃৎক্রিয়া অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ও সবল, এরূপ অবস্থায় লেকেসিস্ বা ন্যাজা ব্যবহারে উপকার হয়। আর শ্বাস-কষ্ট থাকা সত্বেও নিশ্বাস পরি-ত্যাগের নিমিত্ত কোন চেষ্টা বা উদ্যম করে না, যাহা ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত ঘটিবার চিহ্ন এবং তৎকালে মস্তি-স্কেও এইরূপ পক্ষাঘাতের সূচনা হইলে এণ্টিম টার্ট ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ শ্বাস-যন্ত্রের ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, পক্ষা-ঘাতিক বিসূচিকার পতনাবস্থায় প্রকাশ পাইলে এণ্টিম টার্ট ব্যবহারে যদি উপকার না হয়,তবে তাহার পরে নিকো-টিন্ দিলে উপকার সম্ভবে। বিশেষতঃ উহার সহি পেট ফাঁপা এবং বিহ্বলাবস্থায় পড়িয়া থাকিলে কিন্তু মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য না থাকিলে নিকোটিন ব্যবস্থা বিধেয়।

এমোনিয়া, নিকোটিন বা ন্যাজার লক্ষণের বিপরীত।

ইহা, হৃৎক্রিয়া দুর্ব্বল ও ক্রমে বন্ধ হইতেছে, কিন্তু শ্বাস ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক আছে এরূপ অবস্থায় দেওয়া আবশ্যক। হৃৎক্রিয়া বন্ধের সম্ভাবনা হইলে ক্লোরাল ব্যবহারেও উপকার হইতে পারে।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, রক্তহীনতা বা পক্ষাঘাত সূত্রেই যে কেবল বিকার লক্ষণ প্রকাশ পায় এমত নহে, মূত্র বন্ধ হইয়াও তাহার বিষে রক্ত বিষাক্ত হয় এবং তাহাতেও বিকারোৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেকে মনে করেন যে এই মূত্র বিকার প্রায় প্রতিক্রিয়াবস্থায় ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কঠিন রোগে কোন সময়ে পতনাবস্থায় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহা স্থির করা কঠিন। এই প্রতিক্রিয়াকে সুস্থ প্রতিক্রিয়া বলা যাইতে পারে না,ইহা কেবল প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা বা চেষ্টা মাত্র হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস অন্ত্র, মূত্র গ্রন্থি প্রভৃতি প্রধান যন্ত্রাদির রক্তাধিক্য বশতঃ সুস্থ রক্ত সঞ্চালন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভেদ বমির সময় মূত্রের ইউরিয়া (uria) মূত্র যন্ত্রের ক্রিয়া হীনতা প্রযুক্ত নির্গত না হইয়া স্থগিত হইয়া থাকে। যদিও সে সময়ে সামান্য মূত্র ত্যাগ হইতে আরম্ভ হয় কিন্তু মূত্রযন্ত্র তখনও রীতিমত বলপ্রাপ্ত না হওয়ায় ইউরিয়া নির্গমনের সুবিধা হয় না, তজ্জন্য কখনকখন এরূপ ঘটে যে রোগী পুনরায় অচেতন হয়, প্রলাপ খেঁচুনি ইত্যাদি হইতে থাকে ও আবার তাহার বমি হইতে আরম্ভ

হয়। এই অবস্থায় ওপিয়ম,বেলেডোনা, হাইওসিয়ামস বা ক্যান্থারিস ব্যবহার করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে, কারণ ইহাদিগের মধ্যে কাহারও রক্তদোষ দূর করিবার ক্ষমতা নাই। তখন রক্তদোষ দূর যাহাতে হয় সেই ঔষধ ব্যবস্থা বিধেয়। এই রূপ মূত্র বিকারে নিদ্রাভিভূতের ন্যায় অচেতন হইলে আর্সেনিক, খেঁচুনি বিশিষ্ট হইলে কিউপ্রম,শ্বাসরোধ বোধ হইলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড এবং নিকোটিন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অতিশয় শ্বাস-কষ্ট ও শ্বাস রোধ হইলে অম্লজান রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না, এইরূপে রক্ত অম্লজানহীন হওয়ায় হৃৎপিণ্ড শিথিল ও বিকল হয়, পরে হৃৎক্রিয়ার আঘাৎ দ্রুত, নাড়ী পূর্ণ ও কোমল এবং রক্তের গতি ক্রমে ক্ষীণ ও মৃদু হয়, তাহা হইলে ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চিত হইতে থাকে। হৃৎস্পন্দন, বক্ষঃস্থলে অব্যক্ত উদ্বেগ ও যাতনা, তলপেটে ও যকৃতে কাল রক্ত জড় হইয়া আভ্যন্তরিক যন্ত্রের অসাড়তা স্নায়বিক শিথিলতা প্রথমে খেঁচুনি পরে মাংসপেশীর পক্ষাঘাত বা অবসন্নতা সম্পূর্ণ জ্ঞান শূন্যতা, রক্ত নীলাভকালবর্ণ, শ্বাস-কষ্ট, গোয়ানির সহিত অল্প অল্প নিশ্বাস, গলা ঘড় ঘড়, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত, ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া পরে ইউরিমিয়া বা মূত্রবিকার হইলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড উপকারক।

উল্লিখিত শ্বাসরোধে রক্ত বিকৃতি হইয়া যদি নিম্ন-লিখিত লক্ষণ সকল দেখা যায়, যথা, পিপাসা নাই, প্রতি-ক্রিয়ার কোন চিহ্ন নাই, সকল বিষয়ে অগ্রাহ্য, কপাল হীম, ভেদ বমি নাই, কিন্তু পেট তাহাতে পরিপূর্ণ, অন্ত্র এবং ধমনীর মাংসাবরণের পক্ষাঘাত বা অবসন্নতা ইত্যাদি, তাহা হইলে মূত্রবিকারে নিকোটিন দেওয়া আবশ্যক।

এইরূপ মূত্র বিকারে লক্ষণানুযায়ী ক্যাম্ফর, সিকেল ও এণ্টিম টার্ট ব্যবহৃত হয়, কারণ এই সকল ঔষধ প্রয়োগে মূত্ররোধ আরোগ্য হইয়া থাকে। এইরূপ বিকা-রাবস্থায় ক্যান্থারিস ও টেবিবিন্থ অপেক্ষা উপরোক্ত ঔষধ গুলির উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য। যৎকালে মারা-ত্মক লক্ষণ সমূহ দূরীভূত হয় তৎকালে ক্যান্থারিস, টেরি-বিন্থ ও কেলি বাইক্রোমিক ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে, আর যখন মূত্র ত্যাগ হইয়া প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু জ্বর, চক্ষু লাল বর্ণ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য দেখা যায়, তখন ওপিয়ম ও হাইওসিয়ামস ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যখন পতনাবস্থায় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় বা হইয়াছে, তখন হিক্কা হইতে পারে। উহা ভেরেট্রম, আর্সেনিক, কিউপ্রম, সিকেল, কার্বো ভেজিটেবিলিস, টেবে-কম, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ব্যবহারে আরোগ্য

হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইগ্নেসিয়া, বেলেডোনা, সাই কিউটা, নক্স ভমিকা প্রভৃতি দ্বারা হিক্কার উপশম হওয়া সন্দেহ, কারণ বিসূচিকার অন্যান্য লক্ষণ এই সকল ঔষধে নাই। যে রোগের লক্ষণের সহিত যে ঔষধের লক্ষণের অধিকাংশ ঐক্য হয় সেই রোগে সেই ঔষধই প্রয়োগ হইয়া থাকে, এবং ইহাই হোমিওপ্যাথিক মত। বিসূচিকার প্রধান লক্ষণ সকলের সদৃশ লক্ষণ ঐ সকল ঔষধে না থাকায় তদ্দ্বারা ঐ হিক্কা উপশমের বিশেষ সম্ভাবনা নাই। ভেরেট্রম, কিউপ্রম, ইত্যাদি ব্যবহারে যদি উপকার না হয়, তবে ইগ্নেসিয়া সাইকিউটা, নক্স ভমিকা প্রভৃতি ব্যবহার করিবে।

এইরূপ প্রতিক্রিয়াবস্থায় যে জ্বর বা জ্বরাতিসার হয় তাহাতে বেলোডানা ব্যবহার করিতেই হইবে এরূপভাবে অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভ্রম। বেলে-ডোনার জ্বরের লক্ষণের সহিত ভেরেট্রমের লক্ষণ প্রায় সমান, কিন্তু বেলেডোনায় বিসূচিকার লক্ষণ নাই, এজন্য বেলাডোনা অপেক্ষা বিসূচিকায় ভেরেট্রম অগ্রগণ্য। জ্বরাতিসারে অগ্রাহ্য বা অমনোযোগীতা, অচৈতন্য, আলো কি শব্দ সহ্য করিতে পারে না, কথা কহিতে অনিচ্ছা, যাহা বলে তাহা প্রলাপ, ভীরুতা, অস্পষ্ট দৃষ্টি মুখ চক্‌চকে শুষ্ক ও রক্তহীন কখন কখন লালবর্ণ ওগরম হয়, নিদ্রিতাবস্থায় চম্‌কে উঠে, মাংসপেশী নড়ে, দাঁত কড়-

মড় করে, পিপাসা, সর্ব্বদা অল্প অল্প জল পান করে, ভেদ ও মূত্র অসাড় হয়, মাথা গরম, পা হীম, গাত্রে বস্ত্র রাখে না এই সমস্ত লক্ষণে ভেরেট্রম দেওয়া বিধেয়। আর মস্তক গরম, সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করে, হাত পা হীম, প্রলাপ, নিদ্রাভাব, মুখ চক্‌চকে, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত লালবর্ণ, দাঁত কড়মড় করে, মুখ শুষ্ক কিন্তু জিহ্বা রসাল, হাঁ করিয়া থাকে, সামান্য শব্দে চম্‌কে উঠে, নিদ্রিতাবস্থায় মাংসপেশী নড়ে, ও গোঁয়ায় এরূপ অবস্থায় বেলেডোনা দেওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ প্রতিক্রিয়াবস্থায় জ্বরে রস টক্স, ফস্ফরিক এসিড, ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রভৃতির ব্যবহার হইয়া থাকে। যখন জ্বরের সহিত অস্থিরতা থাকে, তখন রস টক্স, এবং নিশ্চিন্তভাবে থাকিলে ফস্ফরিক এসিড, আর ভেরেট্রম, কিউপ্রম, ক্যাম্ফর, সিকেল প্রভৃতির সদৃশ লক্ষণ থাকিলে ইহাদিগের লক্ষণানুসারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের উপসর্গ নিবারণ জন্য স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয়, যথা, শ্বাসপ্রণালীর রক্তাধিক্যে ফস্‌ফরাস ও এণ্টিম টার্ট, পাকযন্ত্রের উগ্রতা থাকিলে কিউপ্রম, নক্স ভমিকা, ও আর্সেনিক উচ্চক্রম আর মূত্রযন্ত্রের রক্তাধিক্যে টেরিবিন্থ ব্যবহার করা উচিত, যদি জ্বরাবস্থায় উদরাময় হয় তাহা হইলে চায়না, ফস্‌ফরাস, ক্রোটন, মার্কিউরিয়স করোসাইভস্ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

মুখের আস্বাদ তিক্ত, জিহ্বা সাদা কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ, ভেদ পাতলা দুর্গন্ধ ও হরিদ্রাবর্ণ,পেটে,কোন যাতনা নাই ও বায়ু সঞ্চার হইলে, চায়না ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ফস্‌-ফরাস্‌ ও ক্রোটন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভেদ পাতলা সবুজ ও লালাযুক্ত রক্তের দাগ থাকে, কখন থাকে না, মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, যকৃতের উপর টিপিলে লাগে ও গুহ্যদ্বারে কোঁথানি থাকিলে মার্কিউরি-য়স সলিউবিলিস ব্যবহৃত হয়।

কলতানির মত রক্তভেদ হইলে রস্‌ টক্স ও রিসিনস, রক্তামাশয় হইলে রিসিনস ও মার্কিউরিয়স করোসাইভস, রক্তভেদ হইলে কার্বো-ভেজিটেবিলিস, কালবর্ণ পাতলা ভেদ হইলে ইলাপ্স ব্যবহার করা আবশ্যক।

কখন কখন প্রতিক্রিয়াবস্থায় হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ফুস্‌ফুস্‌ ধমনী পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে রক্ত জমিয়া ডেলা বান্ধিয়া যায়। তৎকালে রোগী সুলক্ষণ যুক্ত হইলেও অল্প সময় মধ্যেই হঠাৎ তাহার শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হইয়া মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায়। যে রোগীর ভেদ বমির পরে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও প্রতিক্রিয়া অতি ক্ষীণভাবে হয়,এমত স্থলে ক্যাল-কেরিয়া-আর্সেনিক ৬ ক্রম ব্যবহার করিলে রোগী বল প্রাপ্ত হয় ও উপরোক্তরূপে রক্তের ডেলা বাঁধিতে পারে না।

লক্ষণের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

ভেদ।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—অসাড় ভেদ।

একোনাইট—বেদনাযুক্ত, প্রচুর, ব্যাগ্রতার সহিত জলীয় কৃষ্ণবর্ণ, রক্তভেদ।

আর্জেণ্টম নাইট্রিকম—তরল, সাদা,, রক্তভেদ।

এণ্টিম টার্ট—চাউল ধোয়া জলের ন্যায়, অসাড়।

আর্সেনিক—কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ, তরল, পিত্ত বা রক্তযুক্ত, অসাড় অল্প এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালা।

ক্যাম্ফর—পাতলা, ঘোর কটাবর্ণ, মলযুক্ত অল্প বা প্রচুর।

কার্বো ভেজিটেবিলিস—তরল, পরিমাণে অল্প, কটা, হরিদ্রাবর্ণ, চট্‌চটে, দুর্গন্ধ, বায়ু নির্গতির সহিত, লাল রক্ত গুহ্যদ্বার দিয়া চোয়ায়।

কিউপ্রম—ঘোলের ন্যায়, ছিব্‌ড়ে, জলীয়, পাঁশুটে বং, প্রচুর, রক্তভেদ।

এথুজা সিনাপিয়ম—পাতলা সবুজ আভাযুক্ত, অজীর্ণ ও পরিমাণে অধিক।

চায়না—পাতলা, দুর্গন্ধ, হরিদ্রাবর্ণ।

ভেরেট্রম এল্‌বম—চাউল ধোয়া জলের ন্যায়,জলীয়, প্রচুর তেজের সহিত, ছিব্‌ড়ে, নিয়ত।

সিকেল—তরল, জলীয়, দুর্গন্ধ, গাঢ় পাঁশুটে বর্ণ, অসাড়।

রিসিনস—বেদনাশূন্য, তরল, জলীয়, রক্তভেদ।

মার্কিউরিয়স কর—সবুজ, পাতলা, লালাযুক্ত, রক্তভেদ।

ইলপ্স—কৃষ্ণবর্ণ ভেদ।

আইরিস ভার্সিকোলার—জলীয়, সাদা।

ক্রোটন টিগ্‌লিয়ম—বেদনাশূন্য, তেজের সহিত, জলীয়, হরিদ্রাবর্ণ।

ফসফরাস—ছিবড়ে, শ্বেতবর্ণ চর্ব্বি কণার ন্যায় ভাসে, জলীয়, সবুজ আভাযুক্ত।

ইউফরবিয়া—বমির পরে জলীয় এবং প্রচুর ভেদ।

জ্যাট্রোফা—তেজের ও সহিত জলীয়, বেদনাশূন্য গড়্ গড় শব্দের সহিত ভেদ।

ক্যামোমিলা—সবুজবর্ণ জলীয়,গরম,পচাডিমের গন্ধবিশিষ্ট।

ইপিকাক নিয়ত, সবুজ আমযুক্ত, রক্তভেদ।

লেকেসিস—কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ, জলীয়।

ন্যাজা—তেজের সহিত জলীয় ভেদ।

নক্স ভমিকা—প্রচুর জলীয় ভেদ।

ওপিয়ম—জলীয় ভেদ।

এসিড ফস্‌ফরাস—পাঁশুটে বর্ণ, তরল,বেদনাশূন্য, অসাড়।

পলসাটিলা—পিত্তযুক্ত, বেদনাশূন্য, জলীয়, ও প্রত্যেক ভেদের পূর্ব্বে অন্ত্রাভ্যন্তর নড়িয়া উঠে।

রস্ টক্স—মাংস ধোয়া জলের ন্যায় রক্তযুক্ত, কখন কখন অসাড় ও আটার মত ভেদ।

সলফার—অজীর্ণ ও পাতলা।

বমি।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—অনবরত কাল বর্ণ বমি হয়, বমি করিলে আরাম বোধ করে।

একোনাইট—জল পান করিলে বমি হয়, পিত্তযুক্ত, কাল, সবুজ, জলীয়।

আর্জেণ্টম নাইট্রিকম—বমনোদ্রেক, কষ্ট ও চেষ্টার সহিত বমি।

এণ্টিম টার্ট—অত্যন্ত বমনেচ্ছা, বমি করিয়া কাঁপে, বমি করিবার জন্য বল সংগ্রহ ও চেষ্টা করে।

আর্সেনিক—অত্যন্ত বমনোদ্রেক এবং নিয়ত অন্ন বমি।

ক্যাম্ফর—পাতলা হরিদ্রাবর্ণ বমি।

কিউপ্রম—নিয়ত, জল পান করিলে, প্রচুর, পিত্ত কিম্বা রক্ত যুক্ত বমি।

এথুজা—বসা দুর্গন্ধ বমি।

ভেরেট্রম এল্‌বম—সবুজ, পাতলা, প্রচুর, কাল বা লাল রক্ত বমি।

সিকেল—অধিক, তেজের সহিত, রক্তবমি, পেট বেদনা করিয়া বমি।

রিসিনস—ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ তরল বমি।

ইউফরবিয়া—হঠাৎ তেজের সহিত বমি।

জ্যাট্রোফা—সহজ ও প্রচুর এবং অণ্ডলালের ন্যায় পদার্থ যুক্ত জলীয় বমি।

ইপিকাক—সর্ব্বদা অত্যন্ত বমনেচ্ছা, বমনোদ্রেক এবং বমি

ন্যাজা—প্রচুর বমি।

নক্স ভমিকা—বমনোদ্রেক ও তেজের সহিত বমি এবং পেটে হাত দিলে বমনেচ্ছা।

রিসিনস—পিত্তযুক্ত চক্‌চকে লালাযুক্ত প্রচুর জলীয় বমি।

পেট বেদনা।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—পেট বসিয়া যায়।

একোনাইট—পেটে অত্যন্ত বেদনা,চাপিলে লাগে ও জ্বালা করে।

আর্সেনিক—অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা এবং স্পর্শ করিলে লাগে ও চাপিলে টাটানি বোধ হয়।

ক্যাম্ফার—পেট বেদনা, পেটের ভিতরে জ্বালা,উপর শীতল।

কার্বো ভেজিটেবিলিস—পেট বেদনা।

কিউপ্রম—খুঁচুনি, আঁকড়িয়া ধরে।

এথুজা—পেটে ব্যাথা।

ভেরেট্রম এলবম—পেটের স্থানে স্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

সিকেল—জ্বালার সহিত অত্যন্ত বেদনা।

পেট ফাঁপা।

কার্বো ভেজিটেবিলিস, কিউপ্রম, ভেরেট্রম; সিকেল, ফস্‌ফরাস্, ওপিয়ম, এসিড ফস্‌ফরাস, জ্যাট্রোফা—পেট গড় গড় শব্দের সহিত ফাঁপিলে।

অত্যন্ত পিপাসা।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক, একোনাইট, আর্সেনিক, ভেরেট্রম, সিকেল, ফস্‌ফরাস, ওপিয়ম।

হিক্কা।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক, একোনাইট, এণ্টিমটার্ট, আর্সেনিক, কার্বো ভেজিটেবিলিস, কিউপ্রম্, ভেরেট্রম, হাইওসিয়ামস, এথুজা, সিকেল, ইউফরবিয়া, মুস্কেবিন, ওপিয়ম, সাইকিউটা, ইগ্নেসিয়া।

চিন্তা।

একোনাইট—মানসিক কষ্ট ও মৃত্যু স্থির জ্ঞান।

আর্সেনিক—ভয়, মৃত্যু ভয় এবং চিন্তাযুক্ত।

কিউপ্রম—ভয় ও চিন্তা।

ভেরেট্রম—নৈরাশ্য ও উদ্বিগ্ন।

সিকেল—মৃত্যু ভয় ও উদ্বিগ্ন।

চর্ম্ম।

এসিড হাড্রোসিয়ানিক—নীলবর্ণ ও শীতল।

আর্সেনিক ও সিকেল—কুঞ্চিত।

ক্যাম্ফর—পাংশুস বর্ণ, কুঞ্চিত ও শীতল।

কিউপ্রম—রক্তহীন ও শীতল।

ভেরেট্রম—সমস্ত শরীর পাংশুস বর্ণ ও শীতল।

লেকেসিস—নীলাভ কালবর্ণ এবং গাত্রে হাত দিলে অসহ্য বোধ।

ওপিয়ম—চোপসা, নীল বর্ণ।

নিশ্বাস।

একোনাইট—শীতল নিশ্বাস।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড—নিশ্বাস অধিক টানে।

আর্জেণ্টম নাইট্রিকম—দীর্ঘ নিশ্বাস।

এণ্টিম টার্ট—আস্তে আস্তে নিশ্বাস পড়ে।

আর্সেনিক—কষ্টের সহিত ছোট নিশ্বাস।

ক্যাম্ফর—মৃদু নিশ্বাস।

কার্বো ভেজিটেবিলিস—ছোট নিশ্বাস কিন্তু পুরা টানিতে ইচ্ছা করে।

কিউপ্রম—ছোট ও দ্রুত।

ভেরেট্রম—অল্প ও ক্ষীণ এবং থাকিয়া থাকিয়া নিশ্বাস পড়ে।

সিকেল—পঞ্জর হইতে উঠে, মৃদু ও অল্প নিশ্বাস।

লেকেসিস—সর্ব্বদা দীর্ঘ নিশ্বাস।

মুস্কেরিণ—নাক ডাকার ন্যায় নিশ্বাস।

ন্যাজা—সামান্য নিশ্বাস, কাঁপে ও ডাকে।

ওপিয়ম—জোরে নিশ্বাস টানে, কাঁপে এবং ডাকে ও গোঁয়ানি।

রস্ টক্স—অল্প ও দ্রুত নিশ্বাস।

শ্বাস কষ্ট।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক, আর্জেণ্টম নাইট্রিকম, এণ্টিম টার্ট, আর্সেনিক, ক্যাম্ফর, কার্বো ভেজিটেবিলিস কিউপ্রম, ভেরেট্রম, সিকেল, মুস্কেরিণ, ন্যাজা, নক্স ভমিকা।

শ্বাস-রোধ।

হাইড্রোসিযানিক এসিড, ক্যাম্ফর, কিউপ্রম, ভেরেট্রম, লেকেসিস, ন্যাজা, নিদ্রার পর ওপিয়ম।

চক্ষু।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—বসা ও নীল রেখা বেষ্টিত।

আর্জেণ্টম নাইট্রিকম—চক্ষু লাল বর্ণ।

কিউপ্রম—নীলবর্ণ রেখা বেষ্টিত, বসা, স্থির দৃষ্টি এবং চক্‌চকে।

ভেরেট্রম—নীল বা কাল বর্ণ রেখা বেষ্টিত, বাহির হওয়া-ভাব বিশিষ্ট।

ন্যাজা—চতুস্পার্শ্ব কাল ও দৃষ্টি স্থির।

ওপিয়ম—লালবর্ণ, বসা ও স্থির।

মস্তক।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—মস্তক সোজা রাখিতে পারে না।

এণ্টিম টার্ট—মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

কিউপ্রম—মাথা তুলিতে পারে না।

ওপিয়ম—মাথা ঢলিয়া পড়ে।

মুখ।

এসিড হাইড্রোসিযানিক—মুখ রক্তহীন, নীলবর্ণ ও সিট্‌কান, গাঢ় পাঁশুটে বা পেনসিলের বর্ণ।

কিউপ্রম—নীল বা পাঙ্গাস বর্ণ।

ভেরেট্রম—মুখ বসা ও রক্তহীন।

সিকেল—মুখ রক্ত হীন ও সিটকান।

লেকেসিস—মৃত্তিকা বর্ণ মুখ, কথা কহিতে কষ্ট, জিহ্বা কাঁপে।

ন্যাজা—মুখ হাঁ করিয়া থাকে ও ফেণা বাহির হয়।

ওপিয়ম—মুখ ভীতি সূচক, রক্ত হীন, নীল বর্ণ।

এসিড ফস্‌ফরিক—মুখ রক্ত হীন।

স্বর।

এসিড হাইড্রোসিযানিক—স্বর বদ্ধ।

একোনাইট— স্বর ভাঙ্গা।

আর্জেণ্টম নাইট্রিকম—স্বর ভাঙ্গা।

আর্সেনিক—গভীর স্বর, ভাঙ্গা ও কম্পিত, স্বর বদ্ধ।

ক্যাম্ফার—ক্ষীণ স্বর।

কার্বো ভেজিটেবিলিস—গভীর ও ভাঙ্গা স্বর এবং অল্প জোরে কথা কহিলে স্বর ভাঙ্গিয়া যায়।

কিউপ্রম —কম্পিত স্বর ও ভাঙ্গা।

ভেরেট্রম—ক্ষীণ স্বর।

সিকেল—ক্ষীণ ও অস্পষ্ট স্বর।

লেকেসিস—গলা ভাঙ্গা।

বক্ষঃস্থল।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—বক্ষঃস্থলে অব্যক্ত কষ্ট ও উদ্বেগ এবং সাঁটিয়া ধরে।

একোনাইট—কষ্ট বোধ।

এণ্টিম টার্ট—কষ্ট বোধ, উদ্বেগ ও জ্বালা।

আর্সেনিক—জ্বালা ও কষ্ট বোধ।

ক্যাম্ফর—কষ্ট বোধ ও কম্পন।

কার্বো ভেজিটেবিলিস—জ্বালা ও সাঁটিয়া ধরে।

কিউপ্রম—বক্ষস্থলের বামপার্শ্ব স্পর্শ করিলে লাগে।

ভেরেট্রম—হৃতাঘাৎ জোরে পড়ে, হৃৎস্পন্দন, বক্ষঃস্থলে জ্বালা এবং সাঁটিয়া ধরে।

লেকেসিস—বক্ষঃস্থল সাঁটিয়া ধরে ও খাল ধরার ন্যায় বেদনা বোধ হয় তজ্জন্য হৃৎস্পন্দিত ও উদ্বেগ বোধ হয়।

ন্যাজা—বক্ষঃস্থল যেন কসিয়া বাঁধিতেছে।

খাল ধরা।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক, আর্সেনিক, কিউপ্রম, সিকেল, জ্যাট্রোফা; এথুজা—খেঁচুনি।

গাত্র দাহ।

আর্সেনিক—অত্যন্ত জ্বালা, গাত্র দাহ।

কার্বো ভেজিটেবিলিস—সর্ব্বদা বাতাস করিতে বলে।

সিকেল—গাত্রাবরণ ছুঁড়িয়া ফেলে।

ক্যাম্ফর—গাত্রাবরণ রাখিতে অনিচ্ছা।

চৈতন্য।

হাইড্রোসিঁয়ানিক এসিড, কিউপ্রম, লেকেসিস, ওপিয়ম—চেতনা শূন্য।

এণ্টিম টার্ট—মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়।

সিকেল—একবারে চেতনা শূন্য হয় না।

অস্থিরতা।

একোনাইট—মানসিক।

আর্জেণ্টম নাইট্রিকম—স্নায়বিক।

আর্সেনিক—মানসিক অস্থিরতা, রাত্রে বৃদ্ধি পায়।

কিউপ্রম—স্নায়বিক, অত্যন্ত অস্থির।

ক্যাম্ফর—রাত্রে অস্থিরতার বৃদ্ধি।

সিকেল—চিৎকারের সহিত ক্রন্দন।

মুস্কেরিণ—অস্থিরতার সহিত সর্ব্বদা বিছানা হইতে উঠিতে চায়।

ন্যাজা, রস টক্স—অস্থিরতা।

অবসন্নতা।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক, একোনাইট, এণ্টিম টার্ট, আর্সেনিক, কার্বো ভেজিটেবিলিস, ভেরেট্রম, লেকেসিস, ফস্ফরিক এসিড।

নিস্তেজতা ।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়ে ; একোনাইট, এণ্টিম টার্ট, আর্সেনিক ; আর্জেণ্টম নাইট্রিকম—দুর্ব্বলতা ও কম্প।

ক্যাম্ফর—হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

কার্বো ভেজিটেবিলিস, এথুজা, ভেরেট্রম, সিকেল, ন্যাজা—নিস্তেজতা।

মুত্ররোধ ।

আর্সেনিক, একোনাইট, ক্যাম্ফার, ক্যান্থারিস, কিউপ্রম, সিকেল, এসিড হাইড্রোসিয়ানিক, এণ্টিম টার্ট, ভেরেট্রম, রিসিনস, কেলি বাইক্রোমিক।

নাড়ী ।

একোনাইট—মৃদু, সুতার ন্যায়।

এণ্টিম টার্ট—সুতার ন্যায় ও কাঁপে।

আর্সেনিক—দ্রুত, সুতার ন্যায় ও অসমান।

ক্যাম্ফার—দ্রুত, মৃদু, কঠিন, সুতার ন্যায়।

ভেটের্‌ম—দ্রুত, মৃদু, সুতার ন্যায়, অসমান।

কিউপ্রম—দ্রুত, মৃদু, কঠিন, সুতার ন্যায়।

সিকেল—দ্রুত, অসমান, ছোট।

ন্যাজা—দ্রুত, শূন্য।

নক্স ভমিকা—দ্রুত, অসমান।

ওপিয়ম—মৃদু।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—শূন্য।

কার্বো ভেজিটেবিলিস—শূন্য।

রিসিনস—সূতার ন্যায়, কাঁপে।

মুস্কেরিণ—সূতার ন্যায়।

এসিড ফস্‌ফরিক—অসমান।

প্রলাপ।

একোনাইট—মৃত্যুভয়, খেদ, উদ্বেগ, বিরক্তি।

আর্জেণ্টম নাইট্রিকম—অভিভূত, স্মরণশক্তি হীন, দেহ কাঁপিতে থাকে।

আর্সেনিক—রাত্রিতে প্রলাপ, অস্থিরতা, আত্মহত্যার ইচ্ছা, নৈরাশ্যের সহিত ক্রন্দন করে, মৃত্যু নিশ্চয় মনে করে, সামান্য কারণে ক্রন্দন করে, জীবনে অগ্রাহ্য হয়, প্রলাপ, ভয়, উদ্বেগ, প্রভৃতি মানসিক অস্থিরতা।

কিউপ্রম—অসংলগ্ন কথা বলে, আস্তে অস্পষ্ট বকে, থাকিয়া থাকিয়া চিৎকার করিয়া উঠে, সর্ব্বদা বকে, উদ্বেগ, অস্থির ও স্মরণশক্তি হীন, একাকী থাকিবার ইচ্ছা, অর্দ্ধ নিমীলিত স্থিরচক্ষু, অজ্ঞানাভিভূত।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—অসংলগ্ন কথা, জোর প্রলাপ, চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে, চিন্তাশক্তি রহিত।

সিকেল—অগ্রে জোর প্রলাপ পরে নিদ্রা যায়, নিদ্রা ভগ্ন করিলে নানারূপ বকে, ভৌতিক দৃশ্য দেখে, গোঁয়ানি হয়।

মাথায় হাত তোলে ও নামায় এবং প্রথমে আস্তে আস্তে বকিয়া ক্রমে চিৎকার করিয়া উঠে। সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় না, অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে একবারে চৈতন্য শূন্য হয় না।

টেবেকম বা নিকোটিন—উত্তেজিত, প্রলাপ, আপনি বকে, কল্পনা ববিত থাকে, বন্য জন্তুর খেয়াল দেখে, মাতালের ন্যায় বিছানায় উঠে ও বসে, মুখের মাংস নড়ে।

এণ্টিম টার্ট—জোরে প্রলাপ বকে, স্পর্শ করিলে চিৎকার করে ও ভয় পায়, মাংস নড়ে।

ভেরেট্রম—পাগল ভাব বিশিষ্ট প্রলাপ, অশান্ত, নৈরাশ্য-ভাব, উদ্বেগ।

বেলেডোনা—বিছানা হইতে উঠে, জোরে নিয়ত প্রলাপ বকে, মুখ চকচকে, চক্ষু লালবর্ণ ও বিকশিত, গিলিতে পারে না, কামড়ায় ও মারে, বিছনার কাপড় খুঁটে, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, থাকিয়া থাকিয়া প্রলাপ বকে, ভয়ানক মূর্ত্তি দেখে, অজ্ঞানাভিভূত থাকে, গলা ঘড় ঘড় করে, জলপানে অনিচ্ছা।

লেকেসিস—অধিক কথা বলে, হাঁপাইয়া উঠে, বিড় বিড় বকে।

ওপিয়ম—প্রলাপ, ভয়ানক মূর্ত্তি নিকটে আসিয়েছে দেখাইয়া দেয়, গোঁয়ায়, জাগ্রত করিতে পারা যায় না, চিৎকার করে ও সামান্য শব্দ শুনিলে চমকিয়া উঠে, গাত্রে মাছি বসিলে ভার বোধ করে, নাক ডাকে, স্থির চক্ষু, মুখের মাংস নড়ে, হাঁ করিয়া থাকে ও বাক্য বন্ধ হয়।

এসিড ফস্ফরিক—অত্যন্ত অভিভূততার সহিত প্রলাপ, রোগিকে জাগ্রত করা কঠিন, কথার উত্তর দানে তাচ্ছিল্য, অসাড়

ভেদ, পেট ফাঁপে, অত্যন্ত দুর্ব্বল।

ফস্‌ফরাস—প্রলাপ, চিৎকার ও ক্রন্দন করে, শ্বাস কষ্ট ও শব্দের সহিত কম্পিত নিশ্বাস, লজ্জা হীন, অভিভূত, জাগ্রত করিলে ক্ষণকাল চেতনার পরে বিড়বিড় বকিয়া পুনর্ব্বার অভিভূত হয়।

রস টক্স—প্রলাপ, অকারণ খেদ ও ক্রন্দন, বিষ খাওয়াইবে ও ভূতের ভয়, কথা কহিলে বিরক্তি বোধ, মৃত্যু কামনা, প্রত্যেক শব্দে চমকে উঠে, অস্থির ভাব, অজ্ঞানাভিভূত।

হাইওসিয়ামস—অত্যন্ত জোর বকে, অি বিছানা হইতে উঠে, অনর্গল অর্থহীন বকে, সর্ব্বদা হাত তোলে, বাতাস ধরে, জল পানে ভয়, বিছানার কাপড় টানে, অত্যন্ত বকা বিশেষ লক্ষণ। গাত্রে বস্ত্র রাখে না, অসাড় ভেদ, অস্পষ্ট কথা, জিহ্বা কাটা, মাংস পেশীর খেঁচুনি ইত্যাদি।

আনুসঙ্গিক নিয়মাবলি।

বিসূচিকাক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিষ্কার ও বায়ু সঞ্চালিত গৃহে শয়ন করাইবে, বিছানা কোমল ও গরম হওয়া আবশ্যক। রোগির অর্দ্ধ শয়ন বা বালিসে হেলান দিয়া থাকা ভাল। তাহাকে সর্ব্বদা শান্তনা বাক্যে উৎসাহ দিবে, কদাচ ভীতি সূচক বাক্য শ্রবণ করা-ইবে না। পিপাসায় প্রতিবারে এক ছটাক হইতে অর্দ্ধ পোয়ার বেশি জল পান করিতে দিবে না, কারণ অধিক জল পান করিলে তেজে বমি হইয়া রোগিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, কিন্তু জল চাহিলে তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ জল বা বরফের টুকরা মুখে রাখিতে দিবে সে বিষয়ে কদাচ ত্রুটি করিবে না। হস্ত পদ হিম হইতে থাকিলে আপনার হাত উত্তপ্ত করিয়া সেই সেই স্থানে ঘর্ষণ করিবে বা বস্ত্র গরম করিয়া তাপ দিবে। রোগিকে কোন মতে উঠিতে দিবে না, কারণ সামান্য পরিশ্রমে রোগ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম এ সময়ে অত্যন্ত আবশ্যক।

পথ্য।

বিসূচিকা রোগীর পথ্য ব্যবস্থা অতি সাবধানে করা আবশ্যক। এই রোগ হইয়াছে বা হইবার সম্ভব এরূপ সন্দেহ হইলেই জল ভিন্ন আর কোন খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। পাক যন্ত্র প্রণালি এসময়ে কোন খাদ্য পরিপাক করিতে সম্পূর্ণ অসক্ত, তাহাতে আবার খাদ্য পড়িলে আরও বিশৃঙ্খল হইয়া রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে পতনাবস্থা পর্যন্ত কোন পথ্য বিধান করিবে না। যখন প্রতিক্রিয়া ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রোগীর বিপদাশঙ্কা আর নাই, তখন রোগী ইচ্ছা করিলে সাগু বা এরারুট জলে পাক করিয়া ও তাহা পরিষ্কার করে ছাঁকিয়া অল্প পরিমাণে ক্রমে ক্রমে দেওয়া উচিত। অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় য অযৌক্তিক উপর্য্যুপরি পথ্য বিধানে রোগের পুনঃ প্রকাশ হইয়া আবার তাহা কঠিন হইয়া উঠে। অতএব রোগের বিশেষ উপশম হইলে পর তরল খাদ্য ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য বিধানে বিরত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভেদ বমি ও অন্যান্য উপসর্গাদি সম্পূর্ণ রূপে নিবৃত্তি হইয়া রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে তখন দুগ্ধ সাগু ও পরে সহজে পরিপাক হয় এরূপ খাদ্য অল্প পরিমাণে বিধান করিবে।

নিবারণোপায়।

যে সময়ে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা অথবা দুই এক জনকে উক্ত রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়, সেই সময়ে আমাদিগের বাস স্থান পরিষ্কার এবং জল বায়ু ও ভোজ্য দ্রব্য সমূহের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দ্রব্য অনায়াসে পরিপাক হয় ও পুষ্টিকর তাহাই ব্যবস্থা করা উচিত। শাক, মাংস, পিষ্টক, মিষ্টান্ন, লুচি, ছানা ইত্যাদি গুরুপাক দ্রব্য সকল উদর পূর্ণ করিয়া আহার করা উচিত নহে। পচা দ্রব্য স্পর্শ করা অকর্ত্তব্য। ক্ষুধার উদ্রেক

হইলেই যৎসামান্য আহার করা উচিত। খালি পেটে বিসূ-চিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট যাওয়া নিষেধ। বাস স্থানের চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার রাখা উচিত। অনেকে এক গৃহে শয়ন অনুচিত। কোন প্রকারে দুর্গন্ধের উৎপত্তি না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা এবং শুষ্ক ও পরিষ্কার স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য। যে পুষ্করিণীতে ওলাউঠা রোগীর বস্ত্রাদি ধৌত করা হয় তাহার জল কোন প্রকারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। ওলাউঠা বিষ যাহার শরীরে প্রবেশ করিবে তাহারই পীড়া হইবার সম্ভাবনা, এজন্য ওলাউঠা রোগীর ভেদ বমি যে সমস্ত বস্ত্রে কি বিছানায় লাগে তাহা দগ্ধ করা উচিত।

বাস গৃহের বায়ু যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ যাহাতে বাসগৃহে বায়ু সঞ্চার অবাধে হইতে পারে তাহার উপায় করা উচিত। বদ্ধ বায়ু অনিষ্টজনক। রাত্রিকালের শীতল বায়ু সেবন অকর্ত্তব্য কারণ ঠাণ্ডা লাগিয়া বিসূচিকার উৎপত্তি হইতে পারে। নিয়মিত সময়ে পরিমিত আহার ও সকাল সকাল শয়ন এবং প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলে ভুক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। ধর্ম্মালোচনা, সদালাপ, সুগন্ধি গন্ধ ঘ্রাণ, ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে মন প্রফুল্ল থাকে। দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম রৌদ্রোত্তাপ প্রভৃতি যে কোন কার্য্যে শরীর দুর্ব্বল হয় তাহা অবশ্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ বিসূচিকা ব্যাপিত স্থানে মধ্যে মধ্যে ক্যাম্ফর ও কিউপ্রম ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে বিসূচিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। ক্যাম্ফর ২।৩ ফোঁটা চিনির সহিত ও কিউপ্রম ১ ফোঁটা অল্প জলের সহিত, ২।৩ দিন অন্তর সেবন করা কর্ত্তব্য।